পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ সংস্থা

তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত আইন, ২০০৫
তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত নিয়মাবলী, ২০০৬
এবং
কিছু প্রশ্নোত্তর

(সংশোধিত ও সংযোজিত সংস্করণ)

প্রাককথন

২০০৫ সালে তথ্যের অধিকার আইনটি জারি হয়।

নাগরিকরা যাতে এই আইনটি সম্বন্ধে সচেতন হন ও যারা তথ্য দেবেন, সেই আধিকারিকরা আইনটি সম্বন্ধে সবিশেষ তাকে অবগত হতে পারেন, তার জন্য ভারত সরকারের কর্মীবর্গ ও প্রশিক্ষণ দপ্তর (Dopt) বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। উক্ত প্রকল্পগুলিতে রাজ্য প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ সংস্থা, পশ্চিমবঙ্গ, (ATI, West Bengal) এই রাজ্যের আধিকারিকদের তথ্য প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও নাগরিকদের সচেতনতা সৃষ্টির দায়িত্ব পালন করছে।

সকলের অবগতির জন্য এই বইটিতে তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫, তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত নিয়মাবলী, ২০০৬, (২০০৮-এর সংশোধনী সহ) মূল ইংরাজী সংস্করণ এবং উক্ত আইন নিয়মাবলী ও সংশোধনীর বাংলা অনুবাদ সংযুক্ত করা হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে ঐ আইন সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন ও উত্তর। এই বইটির যথেষ্ট চাহিদা থাকায় বইটি আবার প্রকাশ করা হচ্ছে।

আইনটিকে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে, মূল ইংরাজী সংস্করণটির ধারাগুলি অনুসরণে আইন, নিয়মাবলী ও সংশোধনীর বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে। কিন্তু কোন ধারা বা নিয়মের আইনী ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে ইংরাজী লেখা মূল আইনটিরই অনুসরণ করতে হবে।

আইন ও নিয়মের বঙ্গানুবাদের ক্ষেত্রে রাজ্য সিভিল সার্ভিসের অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক ঁহরপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও রাজ্য সরকারের বাংলা অনুবাদক শ্রী কল্লোল ব্রহ্মচারীর কাছে এই সংস্থা কৃতজ্ঞ। রাজ্য সিভিল সার্ভিসের আধিকারিক কী প্রবাল কান্তি মাইতি, তথ্যের অধিকার আইনের উপর প্রশ্নোত্তর তৈরী করতে সাহায্য করেছেন। তাঁকেও ধন্যবাদ জানাই।

ডঃ সুবেশ কুমার দাস (আই.এ.এস)
অতিরিক্ত মুখ্য সচিব ও অধিকর্তা
রাজ্য প্রশাসনিক সংস্থা, পশ্চিমবঙ্গ

তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত আইন-২০০৫

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
(১) তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত আইন-২০০৫	1-33
(২) তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত নিয়মাবলী, ২০০৬	34-36
(৩) তথ্যের অধিকার নিয়মাবলীর, ২০০৬, সংশোধনী	37-39
(৪) রাইট টু ইনফরমেশন এ্যাক্ট, ২০০৫ (মূল ইংরাজী সংস্করণ)	40-74
(৫) তথ্যের অধিকার আইনের ধারা ২৪ (৪)এ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গেজেট নোটিফিকেশন	75-77
(৬) ওয়েষ্ট বেঙ্গল রাইট টু ইনফরমেশন রুলস্, ২০০৬	78-81
(৭) ওয়েষ্ট বেঙ্গল রাইট টু ইনফরমেশন রুলস্, ২০০৬-এর সংশোধনী (মূল ইংরাজী সংস্করণ)	78-81
(৮) তথ্যের অধিকার, কিছু প্রশ্ন	85-90

তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত আইন-২০০৫

সংসদের এই আইন ১৩ই জুন, ২০০৫ তারিখে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন প্রাপ্ত হয় এবং ভারতীয় গেজেট, একষ্ট্রা অর্ডিনারিতে সাধারণের অবগতির নিমিত্ত প্রকাশিত হয়।

কেন্দ্রীয় ২২ নং আইন, ২০০৫

এই আইনের জন্য কর্ত্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে থাকা তথ্যে নাগরিকগণের অধিকার প্রাপ্ত হইবার ও ব্যবহারের অধিকারের প্রকৃত মাত্রা বিধিবদ্ধ করা হইতেছে। ইহার উদ্দেশ্য প্রত্যেক জন কর্ত্তৃপক্ষের কাজে স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতার উন্নতি ঘটানো কেন্দ্রীয় তথ্য আরোপ ও রাজ্য তথ্য আয়োগ স্থাপন এবং তৎসম্পর্কিত বা তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি নির্দিষ্ট করা।

যেহেতু ভারতীয় সংবিধান ভারতকে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র রূপে রূপরেখা দিয়াছে এবং যেহেতু গণতন্ত্রের যথাযথ কার্যকারিতার জন্য সচেতন ও ওয়াকিবহাল নাগরিক ও তথ্যের স্বচ্ছতা নিতান্ত প্রয়োজন, এবং দূনীর্তিনিরোধ সুনিশ্চিত করণের দ্বারা শাসিতের শাসকবর্গকে ও তাহাদের কার্যসহায়ক পরিকাঠামোকে দায়বদ্ধ করা প্রয়োজন এবং যেহেতু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে জনস্বার্থ ও সরকারী কর্মদক্ষতা ও সীমিত রাজত্বের সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবহার এবং স্পর্শকাতর সংবাদের গোপনীয়তা বজায় রাখার সঙ্গে তথ্যের প্রকাশের সংঘাত খুবই স্বাভাবিক এবং যেহেতু গণতান্ত্রিক আদর্শের, অপ্রাধিকার বজায় রাখিয়া পরস্পর বিরোধী এই বিষয়গুলির সমন্বয় ঘটানো প্রয়োজন, সেইহেতু যে সকল নাগরিকগণ কোন তথ্য পাইতে ইচ্ছুক, তাহাদের সেই তথ্য পাইবার অধিকার আইন মোতাবেক প্রতিষ্ঠা করা বিধেয় বিবেচনা করিয়া ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের ৫৬তম বর্ষে নিম্নলিখিত আইনটি প্রণীত হইল।

অধ্যায় ১
প্রারম্ভিক

ধারা ১) এই আইন তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত আইন, ২০০৫ নামে পরিচিত হইবে।

২) ইহা জম্মু ও কাশ্মীর বাদে সমগ্র ভারতে প্রযোজ্য।

৩) এই আইনের ৪র্থ ধারার (১) উপধারা, ৫ম ধারার (১) এবং (২) উপধারা, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ২৪, ২৭ এবং ২৮ নং ধারা অবিলম্বে এবং অন্য ধারাগুলি আইনটির প্রজ্ঞাপিত হইবার তারিখ হইতে ১২০তম দিন হইতে কার্যবলী হইবে।

২। এই আইনে বিষয়ক্রমে অথবা প্রসঙ্গক্রমে ভিন্ন প্রকার দ্যোতনা না থাকিলে-

(ক) (১) নির্দিষ্ট সরকার বলিতে- যে সকল জনকর্ত্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় সরকার বা কেন্দ্রীয় আঞ্চলিক কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা স্থাপিত বা গঠিত বা যাহারা সরকারি মালিকানার অধীন, বা সরকার নিয়ন্ত্রিত অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অর্থসংস্থানে পরিচালিত, তাহাদের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে,

(২) যে সকল জনকর্ত্তৃপক্ষ রাজ্যসরকার দ্বারা স্থাপিত, গঠিত বা নিয়ন্ত্রিত অথবা রাজ্যসরকারের মালিকানার অধীন অথবা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজ্য সরকারের অর্থ সংস্থানে পরিচালিত সেই ক্ষেত্রে সেই রাজ্য সরকারকে, বুঝান হইয়াছে।

(খ) 'কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন' বলিতে এই আইনের ১২ ধারার (১) উপধারায় গঠিত কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনকে বুঝাইবে।

(গ) 'কেন্দ্রীয় জনতথ্য আধিকারিক বলিতে ৫ম ধারার (১) উপধারা অনুসারে নিযুক্ত কেন্দ্রীয় জনতথ্য আধিকারিক বুঝায়। অধিকন্তু ৫ম ধারার (২) উপধারায় কথিত 'সহকারী কেন্দ্রীয় জনতথ্য আধিকারিক ও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(ঘ) 'প্রধান তথ্য কমিশনার' ও তথ্য কমিশনার বলিতে ১২ নং ধারার (১০) উপধারা অনুসারে নিযুক্ত 'প্রধান তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনারকে বুঝাইবে।

(ঙ) 'যোগ্য কর্ত্তৃপক্ষ' বলিতে বুঝায়-

(১) লোকসভা, বিধানসভা বা কেন্দ্র শাসিত রাজ্যের ক্ষেত্রে অধ্যক্ষ অর্থাৎ স্পিকারকে এবং রাজ্যসভা ও বিধানপরিষদের ক্ষেত্রে ইহার সভাপতিকে অর্থাৎ চেয়ারম্যানকে,

(২) উচ্চতর ন্যায়ালয়ের ক্ষেত্রে ভারতের প্রধান বিচারপতিকে,

(৩) উচ্চ বিচারালয়ের ক্ষেত্রে উহার প্রধান বিচারপতিকে,

(৪) সংবিধান দ্বারা বা সংবিধান অনুসারে প্রতিষ্ঠিত বা গঠিত অন্যান্য সংস্থা বা কর্ত্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে প্রসঙ্গিকভাবে রাষ্ট্রপতি অথবা রাজ্যপালকে, এবং

(৫) সংবিধানের ২৩৯ ধারা অনুসারে নিযুক্ত প্রশাসককে।

(চ) 'তথ্য' বলিতে যে কোন প্রকারের প্রাসঙ্গিক বস্তু বুঝাইলে - যথা, নথি, দলিল, স্মারকলিপি, ই-মেইল, মতামত, উপদেশ, সংবাদলিপি, প্রচার বিজ্ঞপ্তি, আদেশনামা, লগ্‌বই, চুক্তিপত্র, প্রতিবেদন, তথ্যপূর্ণপত্র, নমুনা, মডেল, ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে রক্ষিত তথ্য এবং কোন বেসরকারী সংস্থা সম্পর্কিত এমন কোন তথ্য যাহা জন কর্ত্তৃপক্ষ কোন চালু আইন অনুসারে ব্যবহার করিতে পারেন।

(ছ) নির্ধারিত অর্থে এই আইনের অধীনে সরকার বা যোগ্য কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা প্রণীত নিয়মাবলী দ্বারা বুঝিতে হইবে।

(জ) জনকর্ত্তৃপক্ষ (public authority) বলিতে বুঝায় সেই সকল কর্ত্তৃপক্ষ, সংস্থা বা স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানকে যেগুলি

(১) সংবিধান দ্বারা বা সংবিধান অনুসারে স্থাপিত বা গঠিত;

(২) লোকসভারদ্বারা প্রণীত অন্য কোন আইন অনুসারে স্থাপিত বা গঠিত;

(৩) রাজ্য বিধানসভা কর্ত্তৃক প্রণীত অন্য কোন আইন অনুসারে স্থাপিত বা গঠিত;

(৪) সংশ্লিষ্ট সরকারের প্রজ্ঞাপনের বা আদেশনামা অনুসারে স্থাপিত বা গঠিত, এবং

(১) সরকারি মালিকানা দ্বারা, সরকার নিয়ন্ত্রিত বা প্রধানতঃ সংশ্লিষ্ট সরকার কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রদত্ত অর্থে পুষ্ট ও পরিচালিত সংস্থা

(২) প্রধানতঃ সরকারি অর্থে পরিচালিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান

(ঝ) নথি (Record) অর্থে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বুঝায়

(১) কোন দলিল, পাণ্ডুলিপি ও ফাইল,

(২) যে কোন মাইক্রো ফিল্ম, মাইক্রোফিসে এবং দলিলের অবিকল-প্রতিরূপ,

(৩) মাইক্রোফিল্মে রক্ষিত এক বা একাধিক প্রতিচ্ছবির পুনরুৎপাদন (পরিবর্দ্ধিত হউক বা নাই হউক), এবং

(৪) কম্পিউটার বা অন্য যে কোন পদ্ধতিতে সৃষ্ট যে কোন প্রাসঙ্গিক বস্তু

(ঞ) তথ্যের অধিকার বলিতে এই আইন অনুসারে যে তথ্য কোন জনকর্তৃপক্ষের (বা পাবলিক অথরিটি) নিকট সুলভ বা তাহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তথ্যের প্রাপ্তির অধিকারকে বুঝায় এবং নিম্নোক্ত অধিকারগুলিও তাহার অর্ন্তভুক্ত -

(১) কোন কার্য, দলিল বা নথি পরিদর্শন,

(২) নোট নেওয়া, অংশের উদ্ধৃতি নেওয়া অথবা কোন দলিল বা নথির প্রত্যয়িত প্রতিলিপি নেওয়া;

(৩) মালমশলার প্রত্যয়িত নমুনা সংগ্রহ;

(৪) সেখানে তথ্য কম্পিউটারে বা অন্য কোন পদ্ধতিতে রক্ষিত, সেখানে ডিস্কেট, ফ্লপি, টেপ, ভিডিও ক্যাসেট বা অন্য কোন প্রকারের ইলেকট্রনিক পদ্ধতি বা প্রিন্ট আউটের মাধ্যমে সেই তথ্য গ্রহণ।

(ট) 'রাজ্য তথ্য কমিশন' বলিতে এই আইনের ১৫ ধারার (১) উপধারা অনুসারে গঠিত রাজ্য তথ্য কমিশনকে বুঝান হইয়াছে।

(ঠ) 'রাজ্য প্রধান তথ্য কমিশনার' এবং 'রাজ্য তথ্য কমিশনার' বলিতে এই আইনের ১৫ নং ধারার (১) উপধারা মতে নিযুক্ত রাজ্য 'প্রধান তথ্য কমিশনার' এবং 'রাজ্য তথ্য কমিশনারকে' বুঝান হইয়াছে।

(ড) 'রাজ্য জনতথ্য আধিকারিক' (এস.পি.আই.ও) বলিতে এই আইনের ৫ ধারার (১) উপধারায় উল্লিখিত এই পদনামধারিতে বুঝান হইয়াছে এবং এই আইনের ৫ ধারায় (২) উপধারায় রক্ষিত 'রাজ্য সহকারী জনতথ্য আধিকারিক' ও ইহার অন্তর্ভুক্ত।

(ঢ) 'তৃতীয় পক্ষ' বলিতে যে নাগরিক তথ্যের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন, তিনি ব্যতীত কোন জন-কর্তৃপক্ষ (পাবলিক অথরিটি) সমেত যে কোন ব্যক্তিকে বুঝাইতে পারে।

অধ্যায় ২

তথ্য জানার অধিকার এবং জনকর্তৃপক্ষের কর্ত্তব্যগুলি

৩। এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, সকল নাগরিকের তথ্য পাইবার অধিকার আছে।

৪। নিম্নলিখিত কার্যগুলি প্রত্যেক জনকর্তৃপক্ষের অবশ্য কর্ত্তব্য। যথা -

১(ক) প্রত্যেক জনকর্তৃপক্ষ (পাবলিক অথরিটি) ইহার নথিগুলিকে (রেকর্ড) এমনভাবে যথাযথ তালিকা সহকারে প্রস্তুত ও সুচিবদ্ধ করিবেন যাহাতে এইগুলি এই আইন অনুসারে তথ্যের প্রয়োগের সহায়ক হয় এবং তাঁহারা ইহা নিশ্চিত করিবেন যে, যে সকল নথি কম্পিউটার ভুক্ত করা হয় এবং সারা দেশে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বিভিন্ন কম্পিউটার সিস্টেমের সহিত প্রণালীবদ্ধ হয় ও এই নথিগুলি তথ্য ব্যবহারের অধিকারের সহায়ক হয়।

(খ) এই আইন কার্যকরী হইবার ১২০ দিনের মধ্যে প্রত্যেক জনকর্তৃপক্ষ (পাবলিক অথরিটি) নিম্নোক্ত বিষয়গুলি প্রকাশ করিবেন, যথা-

(১) ইহার কার্যাবলী, কর্ত্তব্য ও সংগঠনের খুঁটিনাটি বিবরণ;

(২) ইহার আধিকারিক ও কর্মচারীবর্গের ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য;

(৩) সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি ও পর্যবেক্ষণ প্রণালী ও দায়বদ্ধতায় বিবরণ;

(৪) ইহার কর্ত্তব্য সম্পাদনের নিমিত্ত স্থিরীকৃত নিয়মাচার ও মান;

(৫) ইহার যে সকল নিয়মাবলী, প্রনিয়ম (রেগুলেশন), নির্দেশিকা, সারগ্রন্থ (ম্যানুয়াল), নথি আছে বা ইহার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অথবা যাহা ইহার কর্মচারীবর্গ স্বীয় কার্য সম্পাদনে ব্যবহার করেন;

(৬) কোন কোন শ্রেণীর দলিল ইহার নিকট বা ইহার নিয়ন্ত্রণে আছে, তাহার বিবরণ;

(৭) ইহার নীতি নির্ধারণ ও তাহা কার্যে রূপান্তরিত করার ব্যাপারে জনসাধারণের বা তাহাদের প্রতিনিধিদের সহিত আলোচনার ব্যবস্থার বিশদ বিবরণ;

(৮) দুই বা ততোধিক সত্য লইয়া ইহার অংশ হিসাবে গঠিত উপদেষ্টা পর্ষদ, সংসদ, সমিতি বা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ বিবরণ অথবা ইহাদের আলোচনা সভা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত কিনা এবং তাহাদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি সকলে পাইতে পারেন কিনা, তাহাও উল্লেখ্য;

(৯) ইহার আধিকারিক ও কর্মচারীবর্গের একটি নামপঞ্জি (ডাইরেক্টরী),

(১০) প্রত্যেক আধিকারিক ও কর্মচারীর মাসিক পারিশ্রমিক ও ইহার প্রনিয়মে (রেগুলেশন), বর্ণিত ক্ষতিপূরণ পদ্ধতি;

(১১) প্রত্যেক অনুসংগঠনের (এজেন্সির) বাজেট বরাদ্দ ও তৎসহ ইহাদের পরিকল্পনা, প্রস্তাবিত ব্যয় ও খরচের প্রতিবেদন সংক্রান্ত খুঁটিনাটি;

(১২) ভর্ত্তুকি কার্যক্রম নির্বাহ পদ্ধতি, অর্থ বরাদ্দ এবং এই সকল কার্যক্রমের উপকৃতদের বিশদ বিবরণ;

(১৩) ছাড় প্রাপক, পারমিট প্রাপক এবং প্রদত্ত অধিকার (অথরাইজেশন) প্রাপকদের বিশদ বিবরণ;

(১৪) ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে রক্ষিত তথ্যে বিশদ বিবরণ;

(১৫) নাগরিকবর্গের তথ্য সংগ্রহের যে সুযোগগুলি আছে; তাহার পূর্ণ বিবরণ ও জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য কোন কোন গ্রন্থাগার বা পাঠাগার থাকিলে তাহার কাজের সময়;

(১৬) জনতথ্য আধিকারিকদের (পি.আই.ও) নাম, পদনাম ও অন্যান্য বিবরণ;

(১৭) এই সকল ব্যতীত অন্য কোন তথ্যও নির্দেশিত হইলে, সেই অন্য ইহার পর প্রতিবৎসর হালনাপাত (আপডেট) করিতে হইবে;

(গ) জনসাধারণের উপর প্রভাব আছে এই রূপ কোন সিদ্ধান্ত ঘোষণার সময় বা এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্দ্ধারিণের সময় সকল প্রাসঙ্গিক তথ্য প্রকাশ করিতে হইবে।

(ঘ) প্রশাসনিক বা বিচার কল্প (কোয়াসি জুডিশিয়াল) বিষয়ক সিদ্ধান্তগুলি ও কারণগুলি যাহাদের উপর ইহাদের প্রভাব পড়িবে, তাহাদের জানাইতে হইবে।

৪(২) জনসাধারণের এই আইনের সাহায্যে তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা যাহাতে ন্যূনতম হয়, তাহার জন্য প্রত্যেক জনপ্রতিনিধির সর্বক্ষণের প্রচেষ্টা হইবে (১) উপধারার (খ) দফার (ক্লজ) বিধান অনুসারে জনসাধারণকে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে ইন্টারনেট সমেত বিভিন্ন সংযোগ মাধ্যমের সাহায্যে নিয়মিত ভাবে কিছু সময় অন্তর পর্যাপ্ত তথ্য পরিবেশন করা।

৪(৩) এই ধারার (১) উপধারার অভীষ্ট লক্ষ্যে প্রত্যেক তথ্য এমনভাবে ব্যাপক আকারে প্রচার করিতে হইবে যাহাতে উহা জনসাধারণের নিকট সহজলভ্য হয়।

৪(৪) ব্যয়ের কার্যকারিতা, স্থানীয়ভাষ্য, প্রতিটি এলাকায় সর্বাপেক্ষা ফলপ্রসু সংযোগ পদ্ধতি কি হইতে পারে, তথ্য সম্প্রচারের ক্ষেত্রে এসকল বিবেচনা করিতে হইবে। কিভাবে তথ্য সহজগোচর করা যায়, কেন্দ্রীয় জনতথ্য আধিকারিক (সি.পি.আই.ও) বা রাজ্য জনতথ্য আধিকারিকের (এস.পি.আই.ও) নিকট থাকা তথ্য কিরূপে বিনা ব্যয়ে বা নামমাত্র ব্যয়ে বা মুদ্রণ-এর ব্যয়ের সমান হারে এই বিষয়ে নির্দ্ধারিত নিয়মানুসারে জনসাধরণের বিশেষতঃ যতদূর সম্ভব ইলেকট্রনিক পদ্ধতির সাহায্যে দ্রুত ও সহজলভ্য করা যায় তাহা বিবেচনায় রাখিতে হইবে।

ব্যাখ্যাঃ (৩) ও (৪) উপধারার অভীষ্ট লক্ষ্যের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া বলা যায় যে সম্প্রচার (ডিসেমিনেট) এর অর্থ হইল জনসাধারণকে তথ্য জানাইয়া দেওয়া বা তাহাদের গোচরীভূত করা। তাহা নোটিশ বোর্ড, সংবাদপত্র, প্রকাশ্য ঘোষণা, সংবাদমাধ্যমে সম্প্রচার ইন্টারনেট বা অন্য কোন পদ্ধতিতে জনপ্রতিনিধির কার্যালয় পরিদর্শন সম্পাদিত করা যাইতে পারে।

৫(১) এই আইন কার্যকর হইবার ১০০ দিনের মধ্যে এই আইন মোতাবেক অনুরোধের ভিত্তিতে তথ্যের যোগানোর জন্য প্রত্যেক জনকর্ত্তৃপক্ষ ইহার অধিনস্থ প্রত্যেক প্রশাসনিক কেন্দ্র ও কার্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আধিকারিক কেন্দ্রীয় জনতথ্য আধিকারিক (এস.পি.আই.ও) পদনাম প্রদান করিবেন।

৫(২) (১) উপধারার নির্দেশের হানিবিহীন ভাবে এই আইন কার্যকর হইবার ১০০ দিনের মধ্যে প্রত্যেক জনকর্ত্তৃপক্ষ প্রত্যেক মহকুমাস্তরে ও অধস্তন স্তরের অন্যান্য প্রত্যেক একজন আধিকারিককে কেন্দ্রীয় সহকারী জন তথ্য আধিকারিক (সি.পি.আই.ও) অথবা রাজ্য সহকারী জন তথ্য আধিকারিক (এস.পি.আই.ও) (যেখানে যে পদ প্রারঙ্গিক) পদনাম দিবেন। ইহারা এই আইন অনুসারে তথ্যের জন্য দরখাস্ত বা আপীল গ্রহণ করিবেন এবং অবিলম্বে ঐগুলি সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় জনতথ্য আধিকারিক বা রাজ্য জন তথ্য আধিকারিকের নিকট প্রেরণ করিবেন অথবা ১৪(১) ধারা মোতাবেক উচ্চতর পদাধিকারীর (সিনিয়র অফিসার) নিকট বা কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন বা রাজ্য তথ্য কমিশনের নিকট (যেখানে যেরূপ বিধেয়) প্রেরণ করিবেন।

ইহা এই শর্ত সাপেক্ষ যে, যেখানে তথ্যের জন্য দরখাস্ত বা আপীল কেন্দ্রীয় সহকারী জন তথ্য আধিকারিক বা রাজ্য সহকারী জন তথ্য আধিকারিকের নিকট জমা দেওয়া হইবে, সেখানে এই আইনের ৭(১) ধারা অনুসারে জবাবের জন্য নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা ৫দিন অধিক সময় পাওয়া যাইবে।

৫(৩) প্রত্যেক সি.পি.আই.ও এবং এস.পি.আই.ও প্রত্যেক তথ্যভিলাষী ব্যক্তির তথ্যের জন্য অনুরোধের ব্যাপারে তাহাকে যুক্তিযুক্ত সহায়তা প্রদান করিবেন।

৫(৪) স্বীয় কর্ত্তব্য পালনের জন্য প্রত্যেক সি.পি.আই.ও এবং এস.পি.আই.ও নিজ বিবেচনায় অন্য যে কোন আধিকারিকের সহায়তা চাহিতে পারেন।

৫(৫) (৪) উপধারা মতে যে আধিকাকের সহায়তা চাওয়া হইবে, তিনি যে সি.পি.আই.ও এবং এস.পি.আই.ও তাঁহাকে সাহায্য দিবেন এবং এই আইনের কোন বিধি লঙ্ঘিত হইলে দায়িত্ব নির্ণয়ের জন্য তিনি ও সি.পি.আই.ও বা এস.পি.আই.ও এর সমতুল ও সমান দায়ভাগী বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

৫(৬) কোন ব্যক্তি এই আইন অনুসারে কোন তথ্য জানিতে ইচ্ছুক হইলে লিখিতভাবে অথবা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ইংরাজী, হিন্দী অথবা সরকারীভাবে স্বীকৃত স্থানীয় ভাষায় নির্দিষ্ট ফি সহ দরখাস্ত করিবেন, জ্ঞাতব্য তথ্যের বিশেষ বিবরণ সহ

(ক) এই দরখাস্ত সংশ্লিষ্ট জন কর্ত্তৃপক্ষের সি.পি.আই.ও বা এস.পি.আই.ও (যথা প্রাসঙ্গিক) নিকট

(খ) অথবা সংশ্লিষ্ট জন কর্ত্তৃপক্ষের সি.পি.আই.ও বা এস.পি.আই.ও যে ক্ষেত্রে যিনি প্রাসঙ্গিক, তাহার নিকট করিতে হইবে।

ইহা এই শর্ত্ত সাপেক্ষ যে, যেখানে লিখিতভাবে এই দরখাস্ত করা সম্ভব নয়, সেখানে সংশ্লিষ্ট সি.পি.আই.ও বা এস.পি.আই.ও ওই ব্যক্তির মৌখিক অনুরোধ লিপিবদ্ধ করিবার জন্য তাহাকে সর্বপ্রকার যুক্তিযুক্ত সহায়তা প্রদান করিবেন।

৬(২) আবেদনকারীকে তথ্য সংগ্রহের কারণ দর্শাইতে বা তাহার সহিত যোগাযোগের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ব্যতিরেকে অন্য ব্যক্তিগত খুঁটিনাটি প্রকাশ করিতে বলা যাইবে না।

৬(৩) যখন কোন জনকর্ত্তৃপক্ষের নিকট এমন তথ্যের জন্য আবেদন করা হয়,

(ক) যাহা অন্য কোন জনকর্ত্তৃপক্ষের হস্তগত বা

(খ) যাহার বিষয়বস্তু অন্য কোন জনকর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্যকার্যের সহিত অধিকতর নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট তখন সেই সংশ্লিষ্ট জনকর্ত্তৃপক্ষ সেই আবেদন পত্রটি অথবা তাহার যথোপযুক্ত অংশটি সেই সংশ্লিষ্ট জনকর্ত্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করিবেন এবং আবেদনকারীকে তৎক্ষণাৎ সেই হস্তান্তরের কথা জানাইবেন।

এই প্রসঙ্গে ইহা শর্তসাপেক্ষ যে এই উপধারার আবেদনপত্রের হস্তান্তর যথা সম্ভব শীঘ্র করিতে হইবে কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই উহা আবেদনপত্র প্রাপ্তির তারিখ হইতে পাঁচ দিনের অধিক বিলম্বিত হইবে না।

৭(১) ৫ ধারার (২) উপধারার অনুবিধি অথবা ৬ ধারার (৩) উপধারার অনুবিধিসাপেক্ষ সংশ্লিষ্ট সি.পি.আই.ও বা এস.পি.আই.ও ৬ ধারা মোতাবেক অনুরোধ প্রাপ্তির পর যথাসম্ভব দ্রুত এবং প্রতি ক্ষেত্রে অনুরোধ প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে হয় যথা নির্দিষ্ট ফি প্রাপ্তি সাপেক্ষে তথ্য প্রদান করিবেন অথবা ৮ এবং ৬ ধারার উল্লিখিত যে কোন কারণে অনুরোধটি প্রত্যাখান করিবেন।

ইহা এই শর্তসাপেক্ষ যে প্রার্থিত তথ্য যদি কোন ব্যক্তির জীবন বা ব্যক্তির স্বাধীনতা সংক্রান্ত হয়, তাহা হইলে উহা অনুরোধ প্রাপ্তির ৪৮ ঘন্টার মধ্যে অবশ্যই প্রদান করিতে হইবে।

৭(২) যদি কোন সি.পি.আই.ও বা এস.পি.আই.ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে (১) উপধারা অনুসারে তথ্যের জন্য অনুরোধ বিষয়ে সিদ্ধান্ত জানাইতে অক্ষম হন, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট সি.পি.আই.ও বা এস.পি.আই.ও অনুরোধটি প্রত্যাখান করিয়াছেন বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

৭(৩) যে ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহের খরচ হিসাবে অতিরিক্ত কিছু ফি প্রদান সাপেক্ষে তথ্য দিবার সিদ্ধান্ত লওয়া হইবে, সেই ক্ষেত্রে সি.পি.আই.ও বা এস.পি.আই.ও আবেদনকারীকে ওই মর্মে অবহিত করিবেন। আবেদনকারীকে জানাইতে হইবে-

(ক) তাহার দ্বারা নির্দ্ধারণ করা তথ্য সরবরাহের খরচের জন্য অতিরিক্ত ফি এর খুঁটিনাটি এবং (১) উপধারা মথে নির্দিষ্ট ওই ফি এর হিসাব এইগুলি জানাইয়া ওই ফি জমা দিবার অনুরোধ জানাইতে হইবে এবং এই সংবাদ প্রেরণ করিবার দিন হইতে ফি প্রদানের দিনের অন্তবর্তী সময় ওই ধারায় নির্দিষ্ট ৩০ দিনের সময় হিসাব করিতে বাদ দেওয়া হইবে।

(খ) দাবীকৃত ফি এর সিদ্ধান্ত ; তথ্য জানাইবার পদ্ধতি সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের পুনঃ পরীক্ষার সম্বন্ধে আবেদনকারীর অধিকার সম্পর্কিত তথ্য এবং আপীল কর্ত্তৃপক্ষ আপীলের সময় সীমা, পদ্ধতি ও অন্য কোন নির্দেশ।

৭(৪) যেখানে এই আইন অনুসারে কোন রেকর্ডে বা তাহার অংশ বিশেষ কোন ব্যক্তিকে দেখাইতে হইবে (অ্যাকসেস) এবং সেই ব্যক্তি কোন ইন্দ্রিয় বৈকল্য জনিত অসামর্থ্যে ভূগিতেছেন, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সি.পি.আই.ও বা এস.পি.আই.ও তথ্যের রেকর্ড বা নথি দেখিবার বা পরিদর্শন করিবার জন্য তাহাকে যথোপযুক্ত সহায়তা প্রদান করিবেন।

৭(৫) সেখানে ঈপ্সিত তথ্য কোন মুদ্রিত বা বৈদ্যুতিন ফর্মে দিতে হইবে, সেক্ষেত্রে আবেদনকারী (৬) উপধারার বিধান সাপেক্ষে নির্দ্ধারিত ফি প্রদান করিবেন।

এই প্রসঙ্গে ইহা শর্তসাপেক্ষ যে ৬(১) ধারা ও ৭(১) ও ৭(৫) ধারা অনুসারে নির্দ্ধারিত ফি যুক্তিযুক্ত হইবে এবং যে সকল ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট সরকার কর্ত্তৃক দারিদ্রসীমার নিম্নে অবস্থানকারী বলিয়া পরিগণিত হইবেন, তাহাদের উপর কোন ফি ধার্য করা যাইবে না।

৭(৬) (৫) উপধারা বিধান সত্ত্বেও, সেখানে কোন জনকর্ত্তৃপক্ষ (১) উপধারার নির্দিষ্ট সময়সীমার বিধান মানিতে অক্ষম হইবেন সেখানে আবেদনকারীকে নিঃখরচায় তথ্য সরবরাহ করিতে হইবে।

৭(৭) (১) উপধারা মতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট সি.পি.আই.ও বা এস.পি.আই.ও ১১ ধারা মতে কোন তৃতীয় পক্ষের নিবেদন থাকিলে তাহা বিবেচনা করিবেন।

৭(৮) সেখানে কোন আবেদন (১) উপধারা মতে প্রত্যাখান করা হইয়াছে, সংশ্লিষ্ট সি.পি.আই.ও বা এস.পি.আই.ও আবেদনকারীকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি জানাইবেন-

(ক) প্রত্যাখানের কারণ;

(খ) এই প্রত্যাখানের বিরুদ্ধে আপীল করিবার সময়সীমা; এবং

(গ) আপীল কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ বিবরণ।

৭(৯) তথ্য যে ফরমে চাওয়া হইয়াছে, সাধারণত সেই ফরমেই দিতে হইবে, অবশ্য যদি ইহা সংশ্লিষ্ট জন প্রতিনিধির নিকট মাত্রাতিরিক্ত খরচসাপেক্ষ না হয় অথবা তথ্যের নিরাপত্তা বা সংরক্ষণের পক্ষে ক্ষতিকর না হয়।

৮(১) এই আইনের বিধানগুলি সত্ত্বেও কোন নাগরিককে নিম্নে নির্দিষ্ট তথ্যগুলি প্রদানে কোন দায়বদ্ধতা নাই-

(ক) এমন তথ্য যাহার প্রকাশ ভারতের সার্বভৌমত্ব অখণ্ডতা, নিরাপত্তা, রাষ্ট্রের রণনীতি বা কৌশল, বৈজ্ঞাণিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থ বা অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের পক্ষে ক্ষতিকর বা যাহা অপরাধ প্ররোচনামূলক।

(খ) এমন তথ্য যাহার প্রকাশ আদালত বা ট্রাইবুনাল কর্ত্তৃক পরিষ্কাররূপে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে অথবা যাহার প্রকাশ আদালত অবমাননাকর।

(গ) এমন তথ্য যাহার প্রকাশে আইনগত বা বিধানসভার বিশেষাধিকার ভঙ্গ করা হইবে।

(ঘ) বাণিজ্যিক বিশ্বস্ততা, ব্যবসায়ের গুপ্ত তথ্য, উদ্ভাবনী মেধা সম্পদ (ইনটেলেকচুয়াল প্রপার্টি) সমেত যে সকল তথ্যের প্রকাশ কোন তৃতীয় পক্ষের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থানের পক্ষের ক্ষতিকর, অবশ্য যদি না যোগ্য কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সন্তুষ্ট হন যে বৃহত্তর জনস্বার্থের ব্যতিরে এই তথ্য প্রকাশ করা যাইতে পারে।

(ঙ) যে তথ্য কোন ব্যক্তির আস্থাভাজন সম্পর্কের জন্য স্বাভাবিক ভাবেই গোচরীভূত, অবশ্য যদি না যোগ্য কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সন্তুষ্ট হন যে বৃহত্তর জনস্বার্থে এই তথ্য প্রকাশ করা যাইতে পারে।

(চ) বিদেশী সরকারের নিকট গোপনসূত্রে প্রাপ্ত তথ্য।

(ছ) এমন তথ্য যাহার প্রকাশ কোন ব্যক্তির জীবন বা দৈহিক নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক হইতে পারে বা আইন কার্যকর করা বা নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত তথ্য বা সহায়তার পরিচয় প্রকাশ করিয়া দিতে পারে।

(জ) যে তথ্য তদন্ত প্রক্রিয়ায় অথবা অপরাধীর গ্রেফতার বা বিচারে যাহার সৃষ্টি করিতে পারে।

(ঝ) ক্যাবিনেট সংক্রান্ত নথিপত্র ও মন্ত্রীপরিষদ, সচিব ও অন্যান্য আধিকারিক গণের মত বিনিময় সংক্রান্ত নথিপত্র।

ইহা এই শর্তসাপেক্ষ যে মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তগুলি, যাহার কারণ ও যে তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া ঐ সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে তাহা সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর এবং বিষয়টির সমাপ্তি ঘটিকার পর প্রকাশ করিতে হইবে;

অপর শর্ত এই যে আইনে ছাড়প্রাপ্ত বিষয়গুলি প্রকাশ করা যাইবে না;

(ঞ) ব্যক্তিগত তথ্য, যাহার প্রকাশের সহিত জনসাধারণের কাজকর্ম বা স্বার্তের কোন সম্পর্ক নাই অথবা যাহা কোন ব্যক্তির নিতান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপারে অকারণ আক্রমণের তথ্য অবশ্য যদি না সংশ্লিষ্ট সি.পি.আই.ও বা এস.পি.আই.ও বা আপীল কর্ত্তৃপক্ষ এ বিষয়ে সন্তুষ্ট হন যে জনগণের বৃহত্তর স্বার্থে এই তথ্য প্রকাশিত হইতে পারে;

ইহা এই শর্তসাপেক্ষ যে, তথ্য আইনসভা বা বিধানসভায় দিতে অস্বীকার করা যায় না সেই তথ্য কাহাকেও দিতে অস্বীকার করা যাইবে না।

৮(২) অফিসিয়াল সিক্রেটস্ অ্যাক্ট, ১৯২৩ এর বিধান অনুসারে বা ওই আইনের (১) উপধারা মতে ছাড়প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও কোন জনকর্ত্তৃপক্ষ কোন তথ্য প্রকাশে স্বীকৃত হইতে পারেন যদি ইহাতে জনস্বার্থের পাল্লা সংরক্ষিত স্বার্থের ক্ষতি অপেক্ষা অধিকতর ভারী হয়।

৮(৩)(১) ক, গ, ঝ উপধারার বিধান সাপেক্ষে, ৬ ধারা অনুসারে করা আবেদন যদি দরখাস্ত করিবার ২০ বৎসর পূর্বে সংঘটিত কোন বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কিত তথ্যের জন্য করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আবেদনকারীকে এই ধারা অনুসারে ঐ তথ্য প্রদান করিতে হইবে।

প্রকাশ থাকে যে যদি এই ২০ বৎসর কোন তারিখ হইতে গণনা করা হইবে এ সম্বন্ধে যদি কোন প্রশ্ন ওঠে, তাহা হইলে এই আইন অনুসারে আপীলের বিধান সাপেক্ষে এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বিবেচিত হইবে।

(৯) ৮ ধারায় বর্ণিত বিধানের হানিবিহীনভাবে একজন সংশ্লিষ্ট সি.পি.আই.ও বা এস.পি.আই.ও একটি তথ্যের আবেদন প্রত্যাখান করিতে পারেন যে ক্ষেত্রে এই তথ্য প্রদানের রাষ্ট্র ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তির কপিরাইটে অধিকার লঙ্ঘিত হইবে।

(১০)(১) যদি তথ্য জানিবার জন্য কোন আবেদন এই কারণে বাতিল হয় যে উহার প্রকাশ ছাড়প্রাপ্ত তথ্য সম্পর্কিত, তাহা হইলেও, এই আইনের বিধানগুলি সত্ত্বেও রেকর্ডের যে অংশে এই আইন অনুসারে অপ্রকাশ্য কোন তথ্য নাই এবং যাহা অন্য যে কোন অপ্রকাশ্য অংশ হইতে যথাযথভাবে পৃথক করা যাইতে পারে, সেই অংশ আবেদনকারীকে প্রদান করা যাইতে পারে।

(১০) (২) উপধারানুসারে যে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ তথ্যের কোন অংশ প্রকাশের সম্মতি দেওয়া হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সি.পি.আই.ও বা এস.পি.আই.ও আবেদনকারীকে এই মর্মে একটি নোটিশ দিবেন-

(ক) যে প্রকাশের দায় হইতে ছাড়প্রাপ্ত অংশ পৃথক করিয়া প্রার্থিত রেকর্ডের কেবলমাত্র অংশবিশেষ প্রদত্ত হইবে;

(খ) এই সিদ্ধান্তের কারণ এবং প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত ও যে তথ্যের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত সকল গৃহিত হইয়াছে।

(গ) সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর নাম ও পদনাম;

(ঘ) ফি-এর পূঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব এবং আবেদনকারীকে কত ফি জমা দিতে হইবে; এবং

(ঙ) তথ্যের অংশের অপ্রকাশের বিরুদ্ধে আবেদনকারীর রিভিউ প্রার্থনা করিবার অধিকার, প্রদেয় ফি, সংযোগ পাইবার (access) পদ্ধতি

১৯ ধারার (১) উপধারায় উল্লিখিত বরিষ্ঠ আধিকারিকের বিশেষ বিবরণ অথবা সংশ্লিষ্ট সি.পি.আই.ও অথবা এস.পি.আই.ও সম্পর্কে বিশেষ বিবরণ, সময় সীমা, পদ্ধতি এবং অন্য কোন সম্ভাব্য সংযোগ পদ্ধতি।

তৃতীয় পাক্ষিক তথ্য ১১(১) যখন এই আইন অনুসারে আবেদন ক্রমে কোন সংশ্লিষ্ট সি.পি.আই.ও বা এস.পি.আই.ও এমন কোন তথ্য বা রেকর্ড বা তাহার অংশ প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক যাহা কোন তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক গোপনীয় বলিয়া বিবেচিত, তখন আবেদন প্রাপ্তির ৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সি.পি.আই.ও বা এস.পি.আই.ও উক্ত তৃতীয় পক্ষকে একটি লিখিত নোটিশ দিয়া এই আবেদন সম্বন্ধে অবহিত করছিলেন এবং জানাইবেন যেন তিনি এই তথ্য প্রকাশ করার উচিত সম্বন্ধে মৌখিক বা লিখিতভাবে তাহার বক্তব্য পেশ করিতে আমন্ত্রণ জানাইবেন এবং এই তথ্য প্রকাশের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে তাঁহার বক্তব্য স্মরণে রাখিবেন।

ইহা এই শর্ত সাপেক্ষ যে আইনানুসারে সংরক্ষিত ব্যবসা বা বাণিজ্যিক গোপনীয় তথ্য ব্যতিরেকে অন্যান্য তথ্য প্রকাশে অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে যদি এই প্রকাশের গুরুত্বের প্রশ্নে জনস্বার্তের পাল্লা কোন তৃতীয় পক্ষের সম্ভাব্য স্বার্থের হানির অপেক্ষা ভারী হয়।

১১(২) যখন (১) উপধারা কোন তৃতীয় পক্ষকে কোন তথ্য বা রেকর্ড বা তাহার অংশ প্রকাশের বিষয়ে বিশেষ এইরূপ নোটিশ দেওয়া হইবে,'তখন উক্ত তৃতীয় পক্ষকে নোটিশ প্রাপ্তির দশদিনের মধ্যে প্রস্তাবিত তথ্য প্রকাশের বিরুদ্ধে তাহার নিবেদন জানাইবার সুযোগ দিতে হইবে।

(৩) ৭ ধারার বিধান সত্ত্বেও যে ক্ষেত্রে কোন তৃতীয় পক্ষকে (২) উপধারামতে কারণ দর্শানো সুযোগ দেওয়া হইয়াছে, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সি.পি.আই.ও অথবা এস.পি.আই.ও ৬ ধারা অনুসারে আবেদন প্রাপ্তির ৪০ দিনের মধ্যে উক্ত তথ্য, রেকর্ড বা তাহার অংশ প্রকাশ করিবেন কিনা এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং তৃতীয় পক্ষকে সেই মর্মে লিখিত ভাবে তাহার সিদ্ধান্তের নোটিশ দিবেন।

(৪)(৩) উপধারামতে নোটিশের সহিত ইহা অবশ্যই উল্লেখ করিতে হইবে যে তৃতীয় পক্ষ ১৯ ধারা মতে এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল করিতে পারেন।

অধ্যায় ৩
কেন্দ্রীয় তথ্য আয়োগ

১২(১) সরকারী গেজেটে প্রত্যার্পণ্যের কেন্দ্রীয় সরকার কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন নামে একটি সংস্থা গঠন করিবেন। এই কমিশন ইহার উপর এই আইন-অনুসারে ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করিবেন ও ইহার উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন।

(২) কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনে থাকিবেন -

(ক) মুখ্য তথ্য কমিশনার, এবং

(ক) প্রয়োজন মোতাবেক দশের অনধিক কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনার,

(৩) নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া গঠিত একটি কমিটির সুপারিশ অনুসারে রাষ্ট্রপতি মুখ্য তথ্য কমিশনার ও কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনারগণকে নিয়োগ করিবেন-

(ক) প্রধানমন্ত্রী - কমিটির সভাপতি।

(খ) লোকসভার বিরোধী নেতা।

(গ) প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা মনোনীত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার ক্যাবিনেট পর্যায়ের একজন মন্ত্রী।

ব্যাখ্যা-সন্দেহ নিরসনের জন্য ইহা এতদ্বারা ঘোষিত হইতেছে যে যেখানে লোকসভার বিরোধীনেতা বলিয়া তাহাকে বিধিমতে স্বীকৃতি দেওয়া হয় নাই সেইক্ষেত্রে লোকসভার বৃহত্তম একক সংক্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠীর নেতা লোকসভার বিরোধীনেতা বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

(৪) কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনের বিষয়গুলি সংক্রান্ত সাধারণ অধীক্ষ (Superentendence) নির্দেশ ও পরিচালন মুখ্য তথ্য কমিশনারের উপর বর্তাইবে এক তিনি এই বিষয়ে অন্য তথ্য কমিশনারগণের সহায়তা পাইবেন। কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন স্বাধীনভাবে অন্য কোন কর্ত্তৃপক্ষের নির্দেশ ব্যতিরেকে এই আইন অনুসারে যে সকল কর্ত্তব্যকার্য করিতে পারে বা যে ক্ষমতার প্রয়োগ করিতে পারে, তিনিও সেই সকল কার্য ও ক্ষমতার প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

১২(৫) আইন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা, সমাজসেবা, পরিচালন, সাংবাদিকতা, গণমাধ্যম, প্রশাসন বা শাসন পদ্ধতিতে গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অধিকারী জনজীবনে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণই মুখ্য তথ্য কমিশনার ও তথ্য কমিশনার হইবেন।

(৬) মুখ্য তথ্য কমিশনার বা কোন তথ্য কমিশনার সংসদ, কোন রাজ্য বা ইউনিয়ন টেরিটরি বিধান মণ্ডলীর সভা হইতে বা থাকিতে পারিবেন না, অন্য কোন লাভজনক স্বার্থে নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন না।

(৭) কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনের সদর দপ্তর দিল্লীতে হইবে এবং পূর্বাহ্নে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন লইয়া কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন ভারতের অন্যান্য স্থানে অফিস স্থাপন করিতে পারেন।

১৬(১) মুখ্য তথ্য কমিশনার স্বীয় অফিসে যোগদানের তারিখ হইতে পাঁচ বছরের কার্যকলাপের মেয়াদে নিযুক্ত হইবেন এবং পুননিয়োগযোগ্য হইবেন না।

(২) প্রত্যেক তথ্য কমিশনারের কার্যকাল হইবে ওই পদে যোগদান করিবার তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর অথবা ৬৫ বৎসর বয়ক্রম পর্যন্ত - এই দুইয়ের যাহাই আগে ঘটুক এবং তিনি তথ্য কমিশনারে এই উপধারামতে তাহার পদ শূন্য করিবার পর ১২ ধারার (৩) উপধারা মতে মুখ্য তথ্য কমিশনার নিযুক্তির যোগ্য থাকিবেন। ইহার অধিকারও এই শর্তসাপেক্ষ যে যদি কোন তথ্য কমিশনার মুখ্য তথ্য কমিশনার হিসাবে তাহার কার্যকালের মেয়াদ মোট ৫ বৎসরের অধিক হইবে না।

(৩) মুখ্য তথ্য কমিশনার বা যে কোন তথ্য কমিশনারকে তাঁহার স্বার্থে যোগদানের পূর্বে রাষ্ট্রপতি বা তাঁহার দ্বারা এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তির সন্মুখে এই উদ্দেশ্যে প্রথম তফশিলে লিখিত বয়ানে অপথগ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) মুখ্য তথ্য কমিশনার বা কোন তথ্য কমিশনার যে কোন সময় রাষ্ট্রপতিকে উদ্দেশ্য করিয়া লিখিতভাবে নিজের পদ ত্যাগ করিতে পারেন।

(৫) (ক) মুখ্য তথ্য কমিশনারের মূল বেতন, ভাতা ও চাকুরির অন্যান্য শর্ত মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের ন্যায় হইবে।

(খ) একজন তথ্য কমিশনারের মূল বেতন, ভাতা ও চাকুরীর অন্যান্য শর্ত একজন নির্বাচন কমিশনারের ন্যায় হইবে।

ইহা এই শর্তসাপেক্ষ যে মূখ্য তথ্য কমিশনার বা কোন তথ্য কমিশনার তাহার ওই পদে নিযুক্তির পূর্বে যদি কেন্দ্রীয় সরকার বা কোন রাজ্য সরকারের চাকরি করার জন্য প্রতিবন্ধী পেনশন বা আহত হইবার কারণে পেনশন ছাড়া অন্য কোন পেনশন প্রাপক হন। তাহা হইলে তাহার প্রাপ্য বেতন হইতে উক্ত পেনশন ও পেনশনের নিস্ক্রীত মূল্য (কমিউটেড ভ্যালু) এবং অবসর আনুতোষিক (রিটায়ারিং গ্র্যাচুইটি) ব্যতিরেকে অন্যান্য অবসরকালীন সুবিধাগুলির পেনশন মূল্য বাদ দিতে হইবে।

আরেকটি শর্ত হইল এই যে যদি মূখ্য তথ্য কমিশনার বা কোন তথ্য কমিশনার এই পদে নিযুক্তির সময় কেন্দ্রীয় বা কোন রাজ্য সরকারের আইন অনুসারে বা অধীনে প্রতিষ্ঠিত কোন কর্পোরেশন বা কেন্দ্রীয় সরকার বা কোন রাজ্য সরকারের মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রনাধীন কোন সরকারী সংস্থায় পূর্বে চাকুরী করার সুবাদে কোন অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা ভোগ করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাহার মুখ্য তথ্য কমিশনার বা তথ্য কমিশনার হিসাবে বেতন হইতে অবসরকালীন সুবিধার সমতুল অঙ্ক বাদ দিতে হইবে।

আরেকটি শর্ত হইল এই যে মূখ্য তথ্য কমিশনার বা কোন তথ্য কমিশনারের বেতন, ভাতা, চাকুরীর অন্যান্য শর্ত তাহাদের নিযুক্তির পর তাহাদের পক্ষে অসুবিধাজনক ভাবে পরিবর্তন করা যাইবে না।

(৬) মুখ্য তথ্য কমিশনার বা তথ্য কমিশনারগণ যাহাতে আইনমোতাবেক কাজকর্ম দক্ষতার সহিত নিষ্পন্ন করিতে পারেন, তাহার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজন অনুযায়ী আধিকারিক ও কর্মচারীর ব্যবস্থা করিবেন এবং এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত আধিকারিক ও কর্মীবর্গের বেতন, ভাতা ও চাকুরীর শর্ত এই বিষয়ে লওয়া সিদ্ধান্ত অনুসারে হইবে।

১৪(১) অপসারণ নিম্নোক্ত (৩) উপধারার বিধান সাপেক্ষে মূখ্য তথ্য কমিশনার বা কোন তথ্য কমিশনারকে কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতির আদেশনামা বলে প্রমাণিত অসদাচরণ বা অক্ষমতার দায়ে অপসারণ করা যাইতে পারে, যদি বিষয়টি রাষ্ট্রপতি সুপ্রিমকোর্টের মতামতের নিমিত্ত প্রেরণ করেন সুপ্রীম কোর্ট তদন্তের পর এই মর্মে মত দেন যে উক্ত মুখ্য তথ্য কমিশনারকে বা তথ্য কমিশনারকে ঐ কারণে অপসারণ করাই উচিত।

(২) যদি রাষ্ট্রপতি মুখ্য তথ্য কমিশনার বা কোন তথ্য কমিশনারের সম্পর্কে (১) উপধারামতে সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয়কে তদন্তের ভার অর্পণ করিয়া থাকেন, তবে যতদিন তিনি এই বিষয়ে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের প্রতিবেদন পাইয়া আদেশনামা জারি না করিবেন, ততদিন তিনি ওই মুখ্য তথ্য কমিশনার বা তথ্য কমিশনারকে সাময়িক কর্মচ্যুত করিতে পারিবেন এবং প্রয়োজন বোধে তদন্ত চলাকালীন তাহার অফিসে আসা নিষিদ্ধ করিতে পারেন।

(৩) (১) উপধারার বিধান সত্ত্বেও, রাষ্ট্রপতি স্বীয় আদেশ বলে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কোন মুখ্য তথ্য কমিশনার বা তথ্য কমিশনারকে তাঁহার অফিস হইতে অপসারণ করিতে পারেন-

(ক) যদি তিনি দেউলিয়া স্যব্যস্ত হন, অথবা

(খ) যদি তিনি এমন কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন যাহা রাষ্ট্রপতির মতে নৈতিক ভ্রষ্টাচারের সহিত জড়িত; অথবা

(গ) তাহার পদের মেয়াদ চলাকালীন তিনি যদি তাহার অফিসে কর্ত্তব্যে বাহিরে অন্য কোন কাজে অর্থের বিনিময়ে কোন কার্যে নিযুক্ত হন, অথবা

(ঘ) রাষ্ট্রপতির বিবেচনায় তিনি যদি দৈহিক বা মানসিক বৈকল্যহেতু অফিসের কাজ চালাইতে অপারগ হন, অথবা

(ঙ) তিনি এইরূপ আর্থিক বা অন্য কোন ব্যর্থ আহরণ করিয়াছেন যাহা মূখ্য তথ্য কমিশনার বা তথ্য কমিশনার তাহার কর্ত্তব্য পালনের পক্ষে হানিকর।

(৪) যদি মুখ্য তথ্য কমিশনার বা তথ্য কমিশনার কোন নিগমবদ্ধ কোম্পানীর অন্য যে কোন সাধারণ সভ্যের মতন একজন সভ্য হিসাবে ছাড়া অন্য কোনভাবে ভারত সরকার কর্ত্তৃক বা ভারত সরকারের তরফে কোন চুক্তি বা স্বীকার পত্রে স্বার্থান্বিত বা সম্পর্কিত হন, অথবা তজ্জনিত লাভে অংশগ্রহণ করেন, অথবা তাহা হইতে প্রাপ্ত পাওনা বা সুবিধা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে (১) উপধারায় উদ্দেশ্যে তিনি অসদাচারণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইবেন।

অধ্যায় ৪

রাজ্য তথ্য আয়োগ

১৫ (১) প্রত্যেক রাজ্য সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা এই আইন অনুসারে ক্ষমতা প্রয়োগ ও ন্যস্ত কার্যভার পালনের জন্য (রাজ্যের নাম) তথ্য কমিশন নামে একটি সংস্থা গঠন করিবেন।

(২) রাজ্য তথ্য কমিশনে থাকিবেন -

(ক) রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনার

(খ) প্রয়োজন মোতাবেক দশের অনধিক রাজ্য তথ্য কমিশনার

(৩) নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গকে লইয়া গঠিত একটি কমিটির সুপারিশ ক্রমে রাজ্যপাল রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনার বা তথ্য কমিশনারবর্গকে নিয়োগ করিবেন-

(ক) মুখ্যমন্ত্রী - কমিটির সভাপতি

(খ) বিধানসভার বিরোধী দলনেতা

(গ) মূখ্যমন্ত্রী কর্ত্তৃক মনোনীত রাজ্য মন্ত্রীসভার ক্যাবিনেট পর্যায়ের একজন মন্ত্রী।

ব্যাখ্যা - সমস্ত সন্দেহ নিরসন কল্পে ইহা ঘোষণা করা যাইতেছে যে যেখানে বিধানসভার বিরোধী নেতা হিসাবে কাহাকেও স্বীকৃতি দেওয়া হয় নাই, সেই ক্ষেত্রে বিধান সভায় একক বৃহত্তম সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার বিরোধী গোষ্ঠীর নেতাই বিধানসভার বিরোধীনেতা বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

(৪) রাজ্য তথ্য কমিশনের বিষয়গুলি সংক্রান্ত সাধারণ অধীক্ষণ, নির্দেশদান ও পরিচালন মুখ্য রাজ্য তথ্য কমিশনারের উপর বর্তাইবে এবং এই বিষয়ে তিনি অন্যান্য রাজ্য তথ্য কমিশনারগণের সহায়তা পাইবেন। এই আইন অনুসারে রাজ্য তথ্য কমিশন স্বাধীনভাবে অন্য কোন কর্ত্তৃপক্ষের নির্দেশ ব্যতিরেকে এই আইন অনুসারে যে সকল কার্য করিতে ক্ষমতার প্রয়োগ করিতে পারে, রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনারও সেই সকল কার্য ও ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(৫) আইন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা, সমাজ সেবা, পরিচালন, সাংবাদিকতা, গণমাধ্যম, প্রশাসন বা শাসন পদ্ধতিতে গভীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় অধিকারী জনজীবনে প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণই রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনার বা রাজ্য তথ্য কমিশনার হইবেন।

(৬) মুখ্য রাজ্য তথ্য কমিশনার অথবা তথ্য কমিশনার সংসদ, রাজ্য বিধানসভা বা ইউনিয়ন টেরিটরির সভ্য হইতে বা থাকিতে পারিবেন না, অন্য কোন লাভজনক কার্যে নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন না, কোন রাজনৈতিক দলের সহিত যুক্ত থাকিতে পারিবেন না, কোন ব্যবসায় বা পেশায় নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন না।

(৭) রাজ্য তথ্য কমিশনের সদর দপ্তর রাজ্যের অভ্যন্তরে কোথায় হইবে তাহা রাজ্য সরকার সরকারী গেজেটে বিজ্ঞপ্তির দ্বারা নির্দিষ্ট করিবেন এবং পূর্বাহ্নে রাজ্য সরকারের অনুমোদন লইয়া রাজ্য তথ্য কমিশন রাজ্যের অন্যান্য স্থানে অফিস স্থাপন করিতে পারেন।

১৬(১) রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনার অফিসে কার্যভার গ্রহণ করার তারিখ হইতে ৫ বৎসর স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন এবং পুনরায় নিয়োগযোগ্য হইবেন না।

ইহা এই নিয়মানুসারে যে কোন রাজ্য মুখ্য কমিশনার ৬৫ বৎসর বয়স হইবার পর কার্যে নিযুক্ত থাকিবেন না।

(২) প্রত্যেক রাজ্য তথ্য কমিশনারের কার্যকালের কার্যে যোগদানের তারিখ হইতে ৫ বৎসর অথবা মেয়াদ ৬৫ বৎসর বয়স - এই দুই যাহাই আগে ঘটুক সেই তারিখ পর্যন্ত এবং রাজ্য তথ্য কমিশনার হিসাবে তিনি পুনরায় নিয়োগযোগ্য হইবেন না।

অবশ্য প্রত্যেক রাজ্য তথ্য কমিশনার এই উপধারামতে কার্যান্তে নিজের পদ শূন্য করিলে, ১৫ ধারায় (৩) উপধারা মতে রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনার হিসাবে নিযুক্তির যোগ্য থাকিবেন।

ইহার আরও শর্ত সাপেক্ষ যে যদি কোন রাজ্য তথ্য কমিশনার মুখ্য রাজ্য তথ্য কমিশনার হিসাবে নিযুক্ত হন, তাহা হইলে উভয় পদে তাহার কার্যকালের মোট মেয়াদ ৫ বৎসরের অধিক হইবে না।

(৩) রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনার বা যে কোন রাজ্য তথ্য কমিশনারকে তাহার কার্যে যোগদানের পূর্বে রাজ্যপাল বা তাহার দ্বারা এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তির সম্মুখে এই উদ্দেশ্যে প্রথম তফসিলে লিখিত বয়ানে শপথ গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) মুখ্য তথ্য কমিশনার বা কোন তথ্য কমিশনার যে কোন মুখ্য তথ্য কমিশনার বা কোন তথ্য কমিশনারকে অপসারণ করা যাইতে পারে।

(৫) (ক) মুখ্য রাজ্য তথ্য কমিশানারের মূল বেতন, ভাতা ও চাকরীর অন্যান্য নিয়ম ও শর্তগুলি একজন নির্বাচন কমিশনারের ন্যায় হইবে।

(খ) রাজ্য তথ্য কমিশনারের বেতন, বাতা ও চাকরীর শর্ত ও নিয়মাবলী রাজ্য সরকারের মুখ্য সচিবে অনুরূপ হইবে।

ইহা শর্ত সাপেক্ষ যে যদি কোন রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনার বা রাজ্য তথ্য কমিশনার এই পদে নিযুক্তির পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার বা কোন রাজ্য সরকারের চাকরি করার জন্য প্রতিবন্ধী পেনশন বা আহত হইবার কারণে পেনশন ছাড়া অন্য কোন পেনশনের প্রাপক হন, তাহা হইলে তাঁহার প্রাপ্য বেতন হইতে নিষ্ক্রীত মূল্য (কমিউটেড ভ্যালু) এবং অবসর আনুতোষিক (রিটায়ারিং গ্র্যাচুইটি) ব্যতিরেকে অন্য কোন অবসরকালীন সুবিধাগুলির পেনশন মূল্য বাদ দিতে হইবে। আরেকটি শর্ত হইল এই যে যদি রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনার বা রাজ্য তথ্য কমিশনারে বা অধীনে প্রতিষ্ঠিত কোন কর্পোরেশন বা কেন্দ্রীয় বা

কোন রাজ্য সরকারের মালিকনাধীন বা নিয়ন্ত্রাধীন কোন সংস্থায় পূর্বে চাকরী করার সুবাদে কোন অবসরকালীন সুযোগসুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মুখ্য তথ্য কমিশনার বা রাজ্য তথ্য কমিশনার হিসাবে তাঁহার বেতন হইতে সেই অবসরকালীন সুযোগসুবিধার পেনশন মূল্য বাদ দিতে হইবে।

আরেকটি শর্ত হইল এই যে রাজ্য মূখ্য তথ্য কমিশনার বা কোন রাজ্য তথ্য কমিশনারের বেতন, ভাতা, বা চাকরির অন্যান্য শর্ত তাহাদের নিযুক্তির পর তাহাদের পক্ষে অসুবিধাজনকভাবে পরিবর্তন করা যাইবে না।

(৬) রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনার বা রাজ্য তথ্য কমিশনারগণ যাহাতে এই আইন অনুসারে তাহাদের কাজকর্ম দক্ষতার সহিত নিষ্পন্ন করিতে পারেন তজ্জন্য রাজ্য সরকার প্রয়োজনভিত্তিক আধিকারিক ও কর্মচারীর ব্যবস্থা করিবেন এবং এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত আধিকারিক ও কর্মচারীর ব্যবস্থা করিবেন এবং এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত আধিকারিক ও কর্মীগবর্গের বেতন, ভাতা ও চাকরির শর্ত এই বিষয়ে লওয়া সিদ্ধান্ত অনুসারে হইবে।

১৭(১) উপধারা (৩) এর বিধান সাপেক্ষে কেবলমাত্র রাজ্যপালের আদেশনামা বলে প্রমাণিত অসদাচারণ বা অক্ষমতার দায়ে রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনার বা কোন রাজ্য তথ্য কমিশনারকে তাহার কার্যবার হইতে অপসারণ করা যাইতে পারে যদি রাজ্যপাল বিষয়টি সুপ্রীম কোর্টের মতের নিমিত্ত প্রেরণ করেন এবং সুপ্রীমকোর্ট তদনান্তে এই মত দেন যে ঐ রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনার বা রাজ্য তথ্য কমিশনারকে ঐ কারণে অপসারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

(২) যদি রাজ্যপাল রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনার বা কোন রাজ্য তথ্য কমিশনার সম্পর্কে (১) উপধারা মতে সর্ব্বোচ্চন্যায়ালয়কে তদন্তের ভার অর্পণ করেন, তবে এ বিষয়ে সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের তদন্তের প্রতিবেদন পাইয়া আদেশনামা জারী না করা পর্যন্ত তিনি ঐ রাজ্যে মুখ্য তথ্য কমিশনার বা রাজ্য তথ্য কমিশনারকে সাময়িকভাবে পদচ্যুত করিতে, অথবা প্রয়োজনবোধে তাহার অফিসে আসা নিষিদ্ধ করিতে পারিবেন।

(৩) (১) উপধারার বিধানসত্ত্বেও, রাজ্যপাল স্বীয় আদেশ বলে নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কোন রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনার বা রাজ্য তথ্য কমিশনারকে তাঁহার অফিস হইতে অপসারণ করিতে পারেন -

(ক) যদি তিনি দেউলিয়া সাব্যস্ত হন, অথবা

(খ) যদি তিনি এমন কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন যাহা রাজ্যপালের মতে নৈতিক ভ্রষ্টাচারের সহিত জড়িত, অথবা

(গ) তাহার পদের মেয়াদ চালাকালীন তিনি যদি তাহার অফিস কর্ত্তব্যের বাহিরে অন্য কোন কাজে অর্থের বিনিময়ে নিযুক্ত হন, অথবা

(ঘ) রাজ্যপালের বিবেচনায় তিনি যদি দৈহিক বা মানসিক বৈকল্য হেতু অফিসের কাজ চালাইতে অসমর্থ হন, অথবা

(ঙ) তিনি এইরূপ আর্থিক বা অন্য কোন স্বার্থ আহরণ করিয়াছেন, যাহা তাঁহার রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনার বা রাজ্য তথ্য কমিশনার হিসাবে কাজ করিবার পক্ষে অন্তরায়।

(৪) যদি কোন রাজ্য মুখ্য তথ্য কমিশনার বা রাজ্য তথ্য কমিশনার কোন নিগমবদ্ধ কোম্পানীর কেবলমাত্র একজন সাধারণ সভ্য হিসাবে ছাড়া অন্য কোনভাবে রাজ্যসরকার কর্ত্তৃক বা রাজ্য সরকারের তরফে কোন চুক্তি বা স্বীকারপত্রে স্বার্থান্বিত বা সম্পর্কিত হন অথবা তজ্জনিত লাভের অংশীদার হন, অথবা তাহা হইতে পাওনা বা সুবিধা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে (১) উপধারা মোতাবেক তিনি অসদাচারণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইবেন।

অধ্যায় ৫

তথ্য কমিশনগুলির ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য, আপিল এবং শাস্তি

১৮(১) এই আইনের বিধানসাপেক্ষে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য তথ্য কমিশনের কর্ত্তব্য হইল অভিযোগ গ্রহণ করা এবং তাহার তদন্ত করা, এখন যে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে -

(ক) যিনি কোন সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় জন তথ্য আধিকারিক বা রাজ্য জন তথ্য আধিকারিকের নিকট তাহার আবেদন জমা দিতে পারেন নাই, এই কারণে যে এই আইন অনুসারে এইরূপ কোন আধিকারিক নিযুক্ত হন নাই অথবা সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রয় জন তথ্য আধিকারিক বা সহকারি জন তথ্য আধিকারিক, এই আইনানুসারে তথ্যের জন্য আবেদন পত্র বা আপিল সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় বা রাজ্য জন তথ্য আধিকারিকের অথবা ১৬(১) ধারায় বিশেষিত বরিষ্ঠ আধিকারিক অথবা কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন বা রাজ্য তথ্য কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবার জন্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন,

(খ) যাহার এই আইন অনুসারে তথ্যের জন্য কোন অনুরোধ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে,

(গ) যিনি এই আইন অনুসারে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে তাহার তথ্যের জন্য আবেদন কোন জবাব পান নাই বা তথ্যটি হস্তগত করিতে পারেন নাই;

(ঘ) যাহার নিকট এমন অঙ্কের ফি দাবি করা হইয়াছে যাহা তিনি অযৌক্তিক বলিয়া মনে করেন;

(ঙ) যিনি মনে করেন যে তাহাকে এই আইন অনুসারে যে তথ্য দেওয়া হইয়াছে তাহা অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর অথবা অসত্য;

(চ) যাহার এই আইন অনুসারে তথ্যের জন্য অনুরোধ বা তথ্য প্রাপ্তি সম্বন্ধে অন্য যে কোন বিষয়ে অভিযোগ আছে।

(২) যদি সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় বা রাজ্য তথ্য কমিশন এ বিষয়ে সন্তুষ্ট হন যে বিষয়টি তদন্ত করিবার স্বপক্ষে যুক্তিযুক্ত কারণ আছে তাহা হইলে ওই কমিশন ওই বিষয়ে তদন্ত শুরু করিতে পারেন।

(৩) এই ধারানুসারে তদন্ত করিবার জন্য সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনে বা রাজ্য তথ্য কমিশনে সেই ক্ষমতা বর্তাইবে যাহা দেওয়ানী কার্যক্রম সংহিতা ১৯০৮ অনুসারে দেওয়ানী মামলার নিমিত্ত দেওয়ানী আদালতকে নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ সম্বন্ধে দেওয়া আছেঃ-

(ক) শমন জারী করা কোন ব্যক্তির উপস্থিতি নিশ্চিত করা, তাহাকে মৌখিক বা লিখিতভাবে শপথ পূর্বক বয়ান দিতে বাধ্য করা এবং কোন বিশেষিত বস্তু বা দলিল দাখিল করিতে বাধ্য করা;

(খ) দলিল দস্তাবেজের প্রদর্শন ও পরিদর্শনের আদেশ পান;

(গ) এফিডেফিটের বা অফিস হইতে কোন সরকারী রেকর্ড তলব করা;

(ঘ) সাক্ষ্য গ্রহণ বা দলিল পরীক্ষার জন্য শমন জারি করা;

(ঙ) অন্য যে কোন বিষয়ে ব্যবস্থাগ্রহণ যাহা বিধিবদ্ধভাবে নির্দেশিত হইবে।

(৪) সংসার বা রাজ্য বিধানসভার অন্য যে কোন আইনের সহিত অসমাঞ্জস্য সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় বা রাজ্য তথ্য কমিশন এই আইন অনুসারে অভিযোগের তদন্ত করিবার সময় এই আই যে রেকর্ডের প্রতি প্রযোজ্য এবং যাহা জনকর্ত্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে আছে তাহা পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং কোন কারণেই এইরূপ কোন রেকর্ড তাহাদের নিকট পেশ না করিলে চলিবে না।

১৯(১) যদি কোন ব্যক্তি ৭(১) বা ৭(৩) ধারায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন সিদ্ধান্ত না পান বা সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় জন তথ্য আধিকারিক বা রাজ্য জন তথ্য

আধিকারিকের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হন, তবে, তিনি যথানির্দিষ্ট সময়ের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার বা সিদ্ধান্তে প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে প্রত্যেক জনকর্ত্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় বা রাজ্য জন তথ্য আধিকারিকের নিকট একটি আপীল দায়ের করিতে পারেন।

প্রকাশ থাকে, এই আপীল ৩০ দিনের সময় সীমার পরেও যদি বরিষ্ঠ আদিকারিক মনে করেন যে আপীলকারী গ্রহণযোগ্য কারণেই যথাসময়ে আপীল দায়ের করার ব্যাপারে নির্ধারিত হইয়াছিলেন, সেক্ষেত্রে ওই আপীল ৩০ দিন সময়সীমার পরেও গৃহীত হইবে।

(২) আপীল যেখানে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় বা রাজ্য জন তথ্য আধিকারিকের ১২ ধারা অনুসারে কোন তৃতীয় পক্ষের তথ্য প্রকাশ সম্পর্কিত, সংশ্লিষ্ট তৃতীয় পক্ষের আপীলটি আদেশের তারিখের ৩০ দিনের সময়সীমার মধ্যে করিতে হইবে।

(৩) (১) উপধারামতে, সিদ্ধান্তটির প্রাপ্তির তারিখ বা উক্ত সিদ্ধান্তটি যে তারিখের মধ্যে হওয়া উচিত ছিল, সেই তারিখ হইতে ৯০ দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য তথ্য কমিশনের নিকট দ্বিতীয় আপীল দায়ের করা যাইতে পারে।

ইহা এই বিধান সাপেক্ষ যে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় বা রাজ্য তথ্য কমিশন ৯০ দিনের সময়সীমার পরেও ঐ আপীল গ্রহণ করিতে পারেন যদি তাহার এই বিষয়ে সন্তুষ্ট হন যে আপীলকারী পর্যাপ্ত কারণেই সময়মত আপীল দায়ের করা হইতে নিবারিত হইয়াছিলেন।

(৪) যদি সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় বা রাজ্য জন তথ্য আধিকারিকের যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীলটি করা হইয়াছে তাহা কোন তৃতীয়পক্ষ তথ্য সম্পর্কিত হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় বা রাজ্য জন তথ্য আধিকারিক ঐ তৃতীয় পক্ষকে পেশ করিবার ন্যায় সঙ্গত সুযোগ দিবেন।

(৫) আপীল কার্য্যবলীতে, অনুরোধে অসম্মতির সিদ্ধান্ত যে যুক্তিসম্মত ছিল তাহা প্রমাণ করিবার দায়ভার যে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য জন তথ্য আধিকারিক ঐ আবেদন খারিজ করিয়াছিলেন, তাহার উপর বর্ত্তাইবে।

(৬) (১) উল্লিখিত উপধারামতে দায়ে করা আপীল উহার প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে হইবে। অথবা লিখিতভাবে নথিভুক্ত কারণ দেখাইবা বর্দ্ধিত সময়ে মোট অনধিক ৪৫ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

(৭) সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় বা রাজ্য জন তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্ত বাধ্যতামূলক।

(৮) ইহার সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ব্যাপারে নিম্নোক্ত ক্ষমতা আছে-

(ক) এই আইনের বিধানগুলি পালন করিবার জন্য যে কার্যাবলী করা প্রয়োজন সেইগুলি করিবার জন্য জনকর্ত্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিতে পারেন, যথা-

(১) অনুরোধ অনুযায়ী কোন বিশেষ ফরমে তথ্য প্রদান,

(২) কোন কেন্দ্রীয় বা রাজ্য জন তথ্য আধিকারিক নিয়োগ করা-

(৩) কোন তথ্য বা কোন কোন শ্রেণীর তথ্য প্রকাশ করা

(৪) ইহার রেকর্ডের রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপন বা ধ্বংসপ্রক্রিয়া সংক্রান্ত পদ্ধতিতে প্রয়োজন ভিত্তিক পরিবর্তন সাধন করা,

(৫) তথ্যের অধিকার সম্বন্ধে ইহার কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার উন্নয়ন,

(৬) ৪(১)(খ) ধারানুসারে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রদান।

(খ) অভিযোগকারীকে কোন লোকসান বা ক্ষতির অন্য ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য জনকর্ত্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিতে পারেন;

(গ) এই আইনের বিধান অনুসারে শাস্তির আদেশ দিতে পারেন।

(ঘ) আপীল খারিজ করিতে পারেন;

(৯) সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় বা রাজ্য তথ্য কমিশন অভিযোগকারী ও জনকর্ত্তৃপক্ষকে ইহার সিদ্ধান্ত ও তাহার বিরুদ্ধে আপীলের অধিকারে বিষয় নোটিশ দ্বারা জানাইয়া দিবেন।

(১০) সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় বা রাজ্য তথ্য কমিশন নির্দ্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে আপীলের নিষ্পত্তি করিবেন।

২০ (১) যে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় বা রাজ্য তথ্য কমিশন, কোন অভিযোগ বা আপীলের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় এই মত পোষন করেন যে কেন্দ্রীয় জন তথ্য আধিকারিক বা রাজ্য জন তথ্য আধিকারিক, কোন সঙ্গত কারণ ছাড়াই তথ্যের জন্য কোন আবেদন পত্র গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছেন অথবা ৭(১) ধারা অনুসারে নির্দ্ধারিত সময় সীমার মধ্যে তথ্য প্রদান করেন নাই, অথবা অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া তথ্য প্রদানের অনুরোধ প্রত্যাখান করিয়াছেন অথবা নিজের অজ্ঞাতসারে ভুল, অসম্পূর্ণ অথবা বিভ্রান্তিকর তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন অথবা অনুরোধের বিষয়ভুক্ত তথ্য ধ্বংস করিয়াছেন বা তথ্য প্রদানের কোনভাবে বাধাসৃষ্টি করিয়াছেন, সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কমিশন যতদিন ঐ আবেদন গ্রহণ না করা হয় বা তথ্য প্রদান না করা হয়, ততদিনের জন্য দৈনিক ২৫০ টাকা (দুই শত পঞ্চাশ টাকা)

হারে তাঁহার জরিমানা ধার্য করিবেন, অবশ্য জরিমানার মোট পরিমাণ পঁচিশ হাজার টাকার অধিক হইবে না।

ইহা এই শর্তসাপেক্ষ যে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় বা রাজ্য জন তথ্য আধিকারিককে জরিমানা করিবার পূর্বে তাঁহার বক্তব্য পেশের যুক্তিযুক্ত সুযোগ দিতে হইবে।

ইহা আরও একটি শর্তসাপেক্ষ যে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় বা রাজ্য জন তথ্য আধিকারিক যে ন্যায়সংযতভাবে ও অধ্যবসায় সহকারে স্বীয় কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা প্রমাণ করিবার দায় সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের উপর বর্ত্তাইবে।

(২) যেখানে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় বা রাজ্য তত্য কমিশন কোন অভিযোগ না আপীলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় এই মত পোষণ করিবেন যে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় জন তথ্য আধিকারিক বা রাজ্য জন তথ্য আধিকারিক, কোন ন্যায়সংযত কারণ ব্যতিরেকে ক্রমাগত তথ্যের জন্য আবেদন লইতে ব্যর্থ হইয়াছেন অথবা ৭(১) ধারায় নির্দ্ধারিত সময়ে মধ্যে তথ্য প্রদান করেন নাই, অথবা অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত তথ্যের জন্য আবেদন প্রত্যাখান করিয়াছেন অথবা নিজের জ্ঞাতসারে ভুল, অসম্পূর্ণ বা বিভ্রান্তিকর তথ্যপ্রদান করিয়াছেন অথবা আবেদনের বিষয়ভুক্ত তথ্য ধ্বংস করিয়াছেন অথবা তথ্য পরিবেশনে কোন প্রকারে বাধার সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইক্ষেত্রে কমিশন সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় জন তথ্য আধিকারিক বা রাজ্য জন তথ্য আধিকারিকের বিরুদ্ধে তাঁহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কৃত্যকবিধি অনুসারে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা সুপারিশ করিবেন।

অধ্যায় ৬
বিবিধ

২১ সরল বিশ্বাসে কাজের জন্য রক্ষাকবচ; এই আইনের বিধানাধীনে এবং এই আইনের অধীনের প্রণীত নিয়মাবলীর অধীনে কোন ব্যক্তি সরল বিশ্বাসে কোন কার্য করিয়া থাকিলে অথবা করিতে চাইলে তাহার বিরুদ্ধে কোন মামলা, অভিযোগ বা আইনানুগ কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

২২ আইনের উপর এই আইনের প্রাধান্য মন্ত্রগুপ্তি আইন ১৯২৩, বর্ত্তমান সময়ে চালু থাকার জন্য যে কোন আইন, অথবা এই আইন ছাড়া অন্য যে কোন আইনের বলে সৃষ্ট দলিলের কোন বিধানের বৈপরীত্য সত্ত্বেও এই আইনের বিধানগুলির কার্যকারিতা বজায় থাকিবে।

২৩ এই আইন অনুসারে দেওয়া কোন আদেশের বিরুদ্ধে কোন আদালত কোন মামলা, আবেদন বা আইনানুগ অন্য কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন না এবং এই রূপ কোন আদেশের বিরুদ্ধে এই আইনানুসারে নির্দিষ্ট আপীল ছাড়া অন্য কোনভাবে প্রশ্ন তোলা যাইবে না।

২৪(১) এই আইনের কোন বিধান দ্বিতীয় তফশিলে বর্ণিত কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক স্থাপিত কোন গুপ্তঘাতী বা নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অথবা উক্ত সরকারকে তাহাদের দ্বারা প্রদত্ত কোন তথ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

ইহা এই শর্তসাপেক্ষ যে মানবধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ সংক্রান্ত তথ্যের জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে, ঐ তথ্য কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় তত্য কমিশনের অনুমোদন ক্রমেই দেওয়া যাইবে এবং ৭ ধারার বিধান সত্ত্বেও ঐ তথ্য আবেদনপত্র প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৪৫ দিনের মধ্যে দেওয়া হইবে।

(১) সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপনের দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার তাহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নতুন কোন গুপ্তসংস্থা বা নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানের নাম তফশিলে অন্তর্ভুক্ত করিয়া বা ঐ তালিকাভুক্ত কোন নাম বাদ দিয়া উহা সংশোধন করিতে পারেন এবং ঐ প্রজ্ঞাপন প্রচলিত হইবার পর ঐ প্রতিষ্ঠান ঐ প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী উক্ত তালিকাভুক্ত বলিয়া বা তালিকা বহির্ভূত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(৩)(২) উপধারামতে প্রজ্ঞাপন সংসদের উভয় কক্ষে পেশ করিতে হইবে।

(৪) অত্র আইনের কোন বিধান রাজ্য সরকার প্রতিষ্ঠিত এমন কোন গুপ্তসংস্থা বা নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না যেগুলি রাজ্য সরকার বিভিন্ন সময়ে সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে বিশেষিত করিবেন।

ইহা এই শর্তসাপেক্ষ যে দূর্নীতি বা মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ সংক্রান্ত তথ্য এই উপধারামতে বাদ দেওয়া যাইবে না। ইহার আরও এই শর্তসাপেক্ষ যে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ সংক্রান্ত তথ্যের জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে ঐ তথ্য কেবলমাত্র রাজ্য তথ্য কমিশনের অনুমোদন ক্রমেই দেওয়া যাইবে এবং ৭ ধারার বিধান সত্ত্বেও ঐ তথ্য আবেদনপত্র প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৪৫ দিনের মধ্যে দেওয়া হইবে।

(৫)(৪) উপধারা অনুসারে প্রজ্ঞাপন বিধান সবায় পেশ করিতে হইবে।

২৫ (১) প্রতি বৎসরান্তে যথাসম্ভব কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন বা রাজ্য তথ্য কমিশন, যথা প্রাসঙ্গিক, ঐ বৎসরকালে এই আইনের বিধানগুলির রূপায়ণ সম্বন্ধে একটি প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবেন এবং উহার একটি প্রতিলিপি নির্দিষ্ট সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) প্রত্যেক মন্ত্রণালয় বা দপ্তর তাহাদের আওতাভূক্ত জনকর্তৃপক্ষগুলির সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য তথ্য কমিশনকে এই ধারা অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রস্তুত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়া দিবেন এবং ওই তথ্য যোগানের জন্য প্রয়োজনীয় সকল নির্দেশ পালন করিবেন এবং এই ধারার উদ্দেশ্যে সঙ্গতিসূচকভাবে রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন।

(৩) যে বৎসর সম্পর্কে এই প্রতিবেদন; সেই বৎসর সম্পর্কে ইহাতে বলা থাকিবে-

(ক) প্রতি জনকর্তৃপক্ষের নিকট তথ্যের জন্য আবেদনের সংখ্যা;

(খ) যে সকল ক্ষেত্রে আবেদনকারী রেকর্ডে রক্ষিত তথ্যে প্রবেশাধিকারী বলিয়া বিবেচিত হন নাই; তাহার সংখ্যা; এই আইনের কোন ধারা বলে এই সিদ্ধান্তগুলি লওয়া হইয়াছিল এবং কতবার সেই বিধানগুলি প্রয়োগ করা হইয়াছিল;

(গ) কেন্দ্রীয় বা রাজ্য তথ্য কমিশনের নিকট পুনঃপরীক্ষার জন্য আপীলের সংখ্যা, আপীলের বিষয়বস্তুর ধরন এবং আপীলের ফলাফল;

(ঘ) এই আইন প্রয়োগের সঙ্গে সম্পর্কিত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা কোন আধিকারিকের বিরুদ্ধে লওয়া হইয়া থাকিলে, তাহার বিবরণ;

(ঙ) এই আইন অনুসারে প্রত্যেক জনকর্তৃপক্ষ কর্তৃক আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ;

(চ) এইরূপ ঘটনাবলীর বিবরণ যাহা জনকর্তৃপক্ষগুলির এই আইনের উদ্দেশ্য ও মূলনীতির সংগতিসূচক প্রয়োগ ও রূপায়নের প্রচেষ্টার ইঙ্গিতবাহী;

(ছ) উন্নয়ন, বিকাশ বা আধুনিকীকরণের জন্য সংশোধনের সুপারিশ, বিশেষ বিশেষ জনকর্তৃপক্ষের জন্য বিশেষ সুপারিশ, এই আইন, অন্য আইন বা সাধারণ আইনের সংশোধন বা পরিবর্তন এবং তত্যের অধিকার প্রয়োগে কার্যকর ভূমিকা নিতে পারে এমন অন্য যে কোন বিষয়।

(৪) বৎসরান্তে, যতশীঘ্র সম্ভব, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার (১) উপধারানুসারে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য তথ্য কমিশনের প্রতিবেদন প্রাসঙ্গিকতার ভিত্তিতে সংসদের উভয় কক্ষে, যেখানে রাজ্য বিধানমণ্ডলীর দুইটি কক্ষ আছে, সেই কক্ষে, পেশ করিবেন।

(৫) কেন্দ্রীয় বা রাজ্য তথ্য কমিশনের যদি এই ধারণা হয় যে কোন, জনকর্তৃপক্ষের এই আইন সংক্রান্ত কর্মপদ্ধতি এই আইনের বিধান বা মূলনীতির সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট কমিশন সেই

জনকর্ত্তৃপক্ষকে ইহার মতে কার্যপদ্ধতি নিয়মানুগ করার জন্য কি ব্যবস্থা অবশ্য অবলম্বনীয় তাহা সুপারিশ করিতে পারেন।

২৬(১) সংশ্লিষ্ট সরকার আর্থিক এবং অন্যান্য সামর্থ্যের সীমার মধ্যে -

(ক) যে অধিকারের কথা চিন্তা করিয়া এই আইন করা হইয়াছে, সেই সম্বন্ধে জনসাধারণ, বিশেষত অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষের চিন্তার বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে শিক্ষামূলক কার্যসূচী সংগঠিত ও সাম্প্রদায়িক করিবেন।

(খ) জনকর্ত্তৃপক্ষদের উক্ত (ক) দফায় উল্লেখিত কার্যসূচী রূপায়ণে এবং সম্প্রসারণে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করিবেন এবং নিজেরা এই ধরনের কার্যসূচী গ্রহণ করিবেন।

(গ) জনকর্ত্তৃপক্ষদের কার্যাবলীর সঠিক তথ্য কার্যকর ও বিস্তৃতভাবে প্রচার করিবেন এবং যথাসময়ে তাহার উন্নতি বর্ধনে তৎপর হইবেন।

(ঘ) জনকর্ত্তৃপক্ষদের কেন্দ্রীয় জন তথ্য আধিকারিক বা রাজ্য জন তথ্য আধিকারিকদের প্রশিক্ষণ দিবেন এবং জনকর্ত্তৃপক্ষদের নিজেদের ব্যবহারের জন্য প্রাসঙ্গিক প্রশিক্ষণ সামগ্রী তৈয়ারী করিবেন।

(২) এই আইন চালু হইবার ১৮ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সরকার ইহার স্বীকৃত ভাষায় এই আইনে বিশেষিত অধিকার প্রয়োগের জন্য কোন ব্যক্তির যে সকল তথ্য জানা প্রয়োজন, সেইসব তথ্য সম্বলিত একটি সহজবোধ্য নির্দেশগ্রন্থ সংকলন করিবেন।

(৩) প্রয়োজন হইলে, যথাযোগ্য সরকার (২) উপধারায় উল্লেখিত নির্দেশগ্রন্থ নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে হালনাগাদ করিয়া প্রকাশ করিবেন, (২) উপধারার বিধানের সাধারণভাবে হানি না করিয়া, ইহা বিশেষিত হইতেছে যে উহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করিতে হইবে -

(ক) এই আইনের উদ্দেশ্য;

(খ) (৫) ধারার (১) উপধারা অনুসারে নিযুক্ত প্রত্যেক জনপ্রতিনিধির সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় জন তথ্য আধিকারিক বা রাজ্য জন তথ্য আধিকারিকের ডাক - ঠিকানা, ফোন ও ফ্যাক্স নম্বর এবং প্রাপ্তি সাধ্য হইলে, ৫(১) ধারা অনুসারে নিযুক্ত প্রত্যেক জনকর্ত্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় বা রাজ্য জন তথ্য আধিকারিকের ই-মেইল ঠিকানা;

(গ) সংশ্লিষ্ট তথ্যের জন্য আবেদন কি ভঙ্গীত এবং কি ফরমে কেন্দ্রীয় অথবা রাজ্য জন তথ্য আধিকারিকের নিকট করিতে হইলে তাহার নির্দেশ;

(ঘ) এই আইন মোতাবেক কোন জনকর্ত্তৃপক্ষের, যথা প্রাসঙ্গিক কেন্দ্রীয় বা রাজ্য জন তথ্য আধিকারিকের কর্ত্তব্য এবং তাহার নিকট প্রাপ্তবা সহায়তার বিবরণ;

(ঙ) কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন বা রাজ্য তথ্য কমিশনের নিকট কি সহায়তা পাওয়া যাইতে পারে তাহার বিবরণ;

(চ) এই আইন অনুসারে স্বীকৃত কোন অধিকার প্রয়োগের ব্যাপারে বা এই আইনের আরোপিত কোন কর্ত্তব্য পালনে কৃতকর্মের জন্য বা ব্যর্থতার জন্য আইনানুগ প্রতিবিধানের যাবতীয় উপায় এবং কমিশনের নিকট আপীল দাখিল করার পদ্ধতি;

(ছ) ৪ ধারা অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর রেকর্ডের স্বেচ্ছা প্রকাশ সংক্রান্ত বিধানসমূহ।

(জ) তথ্য পাইবার অধিকার প্রয়োগের আবেদনের জন্য প্রদেয় ফি এর সম্বন্ধে বিজ্ঞপ্তিগুলি ; এবং

(ঝ) এই আইন অনুসারে তথ্য পাইবার সহিত সম্পর্কিত অন্য কোন রেগুলেশন বা প্রচার বিজ্ঞপ্তি জারি হইয়া থাকিলে;

(৪) প্রয়োজন হইলে যথোচিত সরকার নিয়মিত সময়ের অন্তরে নির্দেশিকা হালনাবাদ করিয়া প্রকাশ করিবেন।

২৭(১) এই আইনের উদ্দেশ্য কার্যকরী করিতে সংশ্লিষ্ট সরকার সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) উপরিউক্ত ক্ষমতাবলীর সঠিক প্রয়োগের প্রয়োজনও সঙ্গতিপূর্ণভাবে এই নিয়মাবলীতে নিমোক্ত যে কোন অথবা সকল বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া যাইবে-

(ক) ৪ (৪) ধারানুসারে যে বিষয়বস্তু প্রচার করিতে হইবে, তাহার প্রকাশ মাধ্যমের বা মুদ্রণের ধার্য্য ব্যয়;

(খ) ৬ (১) ধারানুসারে প্রদেয় ফি;

(গ) ৭ (১) ও ৭ (৫) ধারানুসারে প্রদেয় ফি;

(ঘ) ১৩(৬) ধারা ও ১৬(৬) ধারানুসারে নিযুক্ত আধিকারিক বা কর্মচারীবর্গের বেতন ভাতা ও চাকুরির শর্তাবলী;

(ঙ) ১৯ ধারার (১) উপধারা অনুসারে আপীলের শুনানী ও সিদ্ধান্তের জন্য সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন বা রাজ্য পরে নির্দেশিত হইবে বা হইতে পারে।

২৮(১) এই আইনের উদ্দেশ্য কার্যকর করিতে যোগ্য কর্ত্তপক্ষ সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) উপরিউক্ত ক্ষমতার সার্বিকপ্রয়োগে বিঘ্ন সৃষ্টি না করিয়া ইহা বিশেষভাবে বলা হইতেছে যে এই নিয়মাবলীতে নিম্নোক্ত সকল বিষয়ে বা যে কোন বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া যাইবে, যথা-

(ক) ৪(৪) ধারানুসারে যে বিষয়বস্তু প্রচার করিতে হইবে তাহার প্রকাশ মাধ্যম জনিত বা মুদ্রণ মূল্য জনিত ব্যয়;

(খ) ৬(১) ধারানুসারে প্রদেয় ফি;

(গ) ৭(১) ধারানুসারে প্রদেয় ফি;

(ঘ) অন্য যে কোন বিষয় যাহা পরে নির্দিষ্ট হইবে বা হইতে পারে কক্ষে এক বা একাধিক উপর্যুপরি অধিবেশনে বা তাহার ঠিক পরবর্তী অধিবেশনে যদি সংসধের উভয়সভ্য ঐ নিয়মাবলী পরিবর্তনে সহমত হন বা এই মর্মে একমত হন যে প্রণীত নিয়মাবলী করা উচিত নয়, তাহা হইলে তদনুযায়ী ঐ নিয়মাবলী ঐরূপ পরিবর্তিত আকারে বলবৎ থাকিবে অথবা আদৌ বলবৎ থাকিবে না অবশ্য ঐ নিয়মাবলী অনুযায়ী ইতিমধ্যে কৃতকার্য্যের বৈধতা ঐ পরিবর্তন বা নাকচ হওয়ার জন্য ক্ষুন্ন হইবে না।

(২) রাজ্য সরকার কর্ত্তৃক এই আইনের অধীনে প্রণীত নিয়মাবলী প্রজ্ঞাপিত হইবার পর যত শীঘ্র সম্ভব রাজ্য বিধানসভায় পেশ করিতে হইবে।

৩০(১) এই আইনের বিধানগুলিকে কার্যকর করিতে যদি কোন অসুবিধার সৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় সরকার, সেই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপিত আদেশ বলে এই আইনের সহিত অসামঞ্জস্যবিহীন এমন বিধান দিতে পারিবেন যাহা তাহাদের বিবেচনায় প্রয়োজনীয় ও সুবিধাজনক ইহা এই শর্তসাপেক্ষ যে এই আইন কার্যকরী হইবার তারিখ হইতে দুই বৎসর সময়সীমা অতিবাহিত হইবার পর এইরূপ কোন আদেশনামা জারি করা যাইবে না।

(২) এই ধারা অনুসারে জারি করা প্রতিটি আদেশনামা আদেশ জারি হইবার পর যথাসম্ভব শীঘ্র সংসদের প্রতিটি কক্ষে পেশ করিতে হইবে।

৩১,২০০২ সালের 'তথ্যের স্বাধীনতা আইন' এতদ্বারা নিরসিত হইল।

প্রথম তফশীল

(১৩(৩) ও ১৬(৩) ধারা দ্রষ্টব্য)

মুখ্য তথ কমিশনার / তথ্য কমিশনারগণের শপথ বাক্য পাঠ করার জন্য নির্ধারিত নিদর্শ।

" আমি শ্রী .....মুখ্য তথ্য কমিশনার / তথ্য কমিশনার পদে নিযুক্ত হইয়া ঈশ্বরের নামে /একান্তভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়া শপথ করিতেছি যে আমি আইনানুগভাবে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সংবিধানের প্রতি সম্পূর্ণভাবে অনুগত ও বিশ্বস্ত থাকিব, ভারতবর্ষের সার্ব্বভৌমিকতা এবং সার্বিক সংঘবদ্ধতা রক্ষার জন্য সচেতন থাকিব এবং চূড়ান্তভাবে আমার জ্ঞান, ক্ষমতা এবং বিচার সাপেক্ষে আমার পদেয় সম্পূর্ণ মর্যাদা রক্ষা ৬ দায়িত্ব পালন করিব। আরও ঘোষণা করিতেছি যে ওই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে আমি কোন ভীতি, দূরাভিসন্ধি, বিশেষ কারুর প্রতি অন্যায় আনুগত্য বা কোন দুর্বলতার বশবর্তী হইব না। আমি সর্ব্ব ভারতীয় সংবিধান ও প্রযুক্ত আইনাবলীর মর্যাদা রক্ষা ও সম্মানবুদ্ধির জন্য সচেষ্ট থাকিব।

দ্বিতীয় তফশীল

(২৪ নং ধারা দ্রষ্টব্য)

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক স্থাপিত গুপ্তবার্তা এবং নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানগুলির তালিকা

১) ইন্‌টেলিজেন্স ব্যুরো।
২) রিসার্চ এ্যাণ্ড অ্যানালিসিস উইংগ অফ্ ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েট।
৩) ডাইরেকটরেট অফ্ রেভিনিউ ইন্‌টেলিজেন্স।
৪) সেন্ট্রাল ইকনমিক ইন্‌টেলিজেন্স ব্যুরো।
৫) ডাইরেকটরেট অফ্ এনফোর্সমেন্ট।
৬) নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো।
৭) এ্যাভিয়েশন রিসার্চ সেন্টার।
৮) স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স।
৯) বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স।
১০) সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স।
১১) ইন্দো -টিবেটিয়ান পুলিশ ফোর্স।
১২) সেন্ট্রাল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স।
১৩) ন্যাশনাল সিকিউরিটি ফোর্স।
১৪) আসাম রাইফেলস্।
১৫) স্পেশাল সার্ভিস ব্যুরো।

১৬) স্পেশাল ব্র্যাঞ্চ, সি.আই.ডি. আন্দামান এ্যাণ্ড নিকোবর।
১৭) দি ক্রাইম ব্র্যাঞ্চ, সি.আই.ডি.সি.বি. দাদরা এ্যাণ্ড নগর হাভেলি।
১৮) স্পেশাল ব্র্যাঞ্চ, লাক্ষাদ্বীপ পুলিশ।

টি. কে. ভীষ্মনাথন
সেক্রেটারী টু দ্য গভঃ অফ্ ইণ্ডিয়া

সংযোজনী

এই আওতামুক্ত সংস্থাগুলি

আইনের ২৪(৪) দ্বারা অনুযায়ী সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিছু সংস্থা বা তার শাখাকে এই আইনের আওতার বাহিরে রেখেছে। এক্ষেত্রেও যদি দুর্নীতিতে অভিযোগ বা মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য চাওয়া হয়, তবে কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশন বা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তথ্য কমিশনের (মোট প্রযোজ্য) অনুমোদন নিয়ে সেই কথা দেওয়া যাবে।

কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞাপিত সংস্থাগুলির নাম (৩০/৬/০৯ পর্যন্ত)

১) ইন্‌টেলিজেন্স ব্যুরো।
২) রিসার্চ এ্যাণ্ড অ্যানালিসিস উইংগ অফ ক্যাবিনেট সেক্রেটারিয়েট।
৩) ডাইরেকটরেট অফ্ রেভিনিউ ইন্‌টেলিজেন্স।
৪) সেন্ট্রাল ইকনমিক ইন্‌টেলিজেন্স ব্যুরো।
৫) ডাইরেকটরেট অফ্ এনপোর্সমেন্ট।
৬) নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো।
৭) এ্যাভিয়েশন রিসার্চ সেন্টার।
৮) স্পেশাল ফ্রন্টিয়ার ফোর্স।
৯) বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স।
১০) সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স।
১১) ইন্দো-টিবেটিয়ান পুলিশ ফোর্স।
১২) সেন্ট্রাল ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স।
১৩) ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড।
১৪) আসাম রাইফেলস।
১৫) সশস্ত্র সীমা বল।
১৬) ডাইরেক্টরেট জেনারেল অফ্ ইনকাম ট্যাক্সেস।
১৭) ন্যাশনাল টেকনিক্যাল রিসার্চ অর্গানাইজেশন।
১৮) ফিনান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট, ইণ্ডিয়া।
১৯) স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপ।
২০) ডিফেন্স রিসার্চ অ্যাণ্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন।

২১) বর্ডার রোড ডেভেলপমেন্ট বোর্ড।
২২) ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল সেক্রেটারিয়েট।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞাপিত সংস্থাগুলির নাম (০৫/৩/০৯ পর্যন্ত)

১। সরাষ্ট্র বিভাগ

(ক) রাজনৈতিক শাখা -

১. ভি.আই.পি. এবং ভি. ভি. আই. পি. দের নিরাপত্তা ব্যবস্থা।
২. ইণ্ডিয়ান পোষ্ট অ্যাক্ট, ১৮৯৮ এবং ইণ্ডিয়ান টেলিগ্রাফ অ্যাক্ট, ১৮৮৫ মোতাবেক দূরভাষ/মোবাইল ফোন/ডাকে ব্যক্তিগত যোগাযোগ রোধ।
৩. ফৌজদারী মামলার অনুমোদন।
৪. সি. বি. আই. তদন্ত মামলা হস্তান্তর।
৫. পূর্ব পরিচয় মাচাই।
৬. বিল এবং বিধি প্রস্তুতি।

(খ) আরক্ষা শাখা -

১. যুদ্ধার্থে আরক্ষাবাহিনী প্রস্তুতি এবং কার্যকর ব্যবহার।
২. সমস্ত পুলিশ রিপোর্ট (আদালতের আদেশ বাদে)

(গ) বিশেষ শাখা -

১. রাজ্য সরকার/কেন্দ্রীয় সরকার প্রবর্তিত বিশেষ নিবর্তনমূলক আইন মোতাবেক অভিযোগের বিবরণী প্রস্তুতি।

২। পুলিশ অধিকার-

১. ইন্‌টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ (জেলার ইন্‌টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ সহ)।
২. ইষ্টার্ণ ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস্।
৩. রাজ্য সশস্ত্র পুলিশ।
৪. ভারতীয় সংরক্ষিত বাহিনী।
৫. এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ।
৬. সিক্রেট সোর্স ব্রাঞ্চ।
৭. সংরক্ষিত বাহিনী।
৮. গোপন উৎস তহবিল সহ গোপন শাখা।

৩। কলকাতা পুলিশ-

১. স্পেশাল ব্রাঞ্চ।
২. গোয়েন্দা বিভাগ।
৩. সিকিউরিটি কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন।
৪. এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ।
৫. সংরক্ষিত বাহিনীসহ কলকাতা সশস্ত্র পুলিশ।
৬. সিক্রেট সোর্স ফাণ্ড।
৭. গোপন শাখা।
৮. স্পোশাল টাস্ক ফোর্স।

পশ্চিমবঙ্গ তথ্য-অধিকার নিয়মাবলী, ২০০৬

কলকাতা গেজেট, একষ্ট্রাঅর্ডিনারী
বুধবার, ২৯শে মার্চ, ২০০৬
৮ই চৈত্র, শকাব্দ ১৯২৭
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্থার বিভাগ
প্রশাসনিক সংস্কার শাখা

প্রজ্ঞাপন

নং ১৫৭-পি.এ.আরং.এ.আর)-তাং ১০ই মার্চ, ২০০৬ তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫ (২০০৫-এর ২২ নং আইন) এর ২৭ ধারার অন্তর্গথ (২) উপধারা সংযোগে (১) উপধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাজ্যপাল নিম্নলিখিত নিয়মাবলী প্রণয়ন করিতে বাধিত হইয়াছেন, যথা ঃ-

নিয়মাবলী

১।(১) সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও সূচনা ঃ- এই নিয়মাবলী পশ্চিমবঙ্গ তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত নিয়মাবলী, ২০০৬ নামে পরিচিত থাকিবে।

(২) সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের তারিখ হইতে এই নিয়মাবলী কার্যকরী হইবে।

২।(১) সংজ্ঞা ঃ প্রসঙ্গে ভিন্নপ্রকার অর্থ যোজনা না থাকিলে এই নিয়মাবলী দ্বারা -

(ক) 'এই আইন' অভিব্যক্তি অনুসারে 'তথ্যের অধিকার আইন, ২০০৫' (২২ নং আইন, ২০০৫) বুঝিতে হইবে।

(খ) 'কমিশন' অর্থে পশ্চিমবঙ্গ তথ্য কমিশন বুঝিতে হইবে।

(গ) 'নিবন্ধক' (Regular) বলিতে কমিশনের নিবন্ধককে বুঝিতে হইবে।

(ঘ) 'ধারা' অর্থে এই আইনের অন্তর্গত ধারা বুঝিতে হইবে।

(ঙ) 'রাজ্য সরকার' বলিতে 'পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বুঝিতে হইবে।

(২) এই নিয়মাবলীতে ব্যবহৃত শব্দ ও অভিব্যক্তি (Words & Exprestone) ব্যাখ্যাযুক্ত না হইয়া থাকিলে এই আইনে গৃহীত অর্থ প্রযুক্ত হইবে।

আবেদন ফি -

৩। ধারায় (১) উপধারা অনুসারে তথ্যের জন্য রাজ্য জন তথ্য আধিকারিক (এস.পি. আই.ও) অথবা রাজ্য সহকারী জন তথ্য আধিকারিকের (এস.পি.আই.ও) নিকট লিখিত আবেদনপত্র সহিত ১০ টাকার কোর্ট ফি দিতে হইবে।

৪। ৬ ধারানুসারে তথ্যের জন্য আবেদন প্রাপ্তির পর, ৭ ধারার (৫) উপধারার ব্যতিক্রম সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট এস.পি.আই.ও বা এন.এ.পি.আই ও তথ্য প্রদানের জন্য ৭ ধারার (১) ও (২) উপধারা অনুসারে নিম্নোক্ত হারে ফি সংগ্রহ করিবেন -

(ক) এ-১ বা এ-৩ মাপের প্রতিপাতা বানানো বা প্রতিলিপির জন্য ২ টাকা, অথবা

(খ) বৃহত্তর মাপের কাগজে প্রতিলিপির জন্য উহার যথার্থ খরচ বা উৎপাদন মূল্য অথবা

(গ) নমুনা বা মডেলের জন্য উহার প্রকৃত উৎপাদন মূল্য; অথবা

(ঘ) নথি পরিদর্শনের জন্য, প্রতি ১৫ মিনিট অথবা তাহার ভগ্নাংশের জন্য ৫ টাকা হারে, অথবা

(ঙ) ডিস্কেট বা ফ্লপির মাধ্যমে সরবরাহ করা তথ্যের জন্য প্রতি ডিস্কেট বা ফ্লপির জন্য ৫০ টাকা হারে, অথবা

(চ) মুদ্রিত আকারে প্রদত্ত তথ্যের জন্য, প্রকাশনের নিমিত্ত ধার্য যথার্থ্য ব্যয় অথবা তা হইতে উদ্ধৃতাংশের ফোটোছাপ নকলের জন্য প্রতি পৃষ্ঠা পিছু দুই টাকা হারে।

৫। কমিশনের নিকট ১৯ ধারার (৩) উপধারা মতে করা আপীলের বিষয়বস্তু - ১৯ ধারা (৩) উপধারা মতে কমিশন সমীপে করা আপীলে নিম্নোক্ত তথ্যগুলি অবশ্যই দিতে হইবে যথা -

(ক) আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা।

(খ) যে রাজ্য জন তথ্য আধিকারিক (এস.পি.আই.ও) অথবা রাজ্য সহকারী জন তথ্য আধিকারিক প্রাসঙ্গিক আদেশটি দিয়াছিলেন তাহার নাম ও ঠিকানা।

(গ) আপীলটি যে আদেশের বিরুদ্ধে তাহার খুঁটিনাটি বিবরণ, ক্রমিক নম্বর ও তারিখ

(ঘ) বিষয়টির সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত তথ্য।

(ঙ) আপীলকারকীর প্রার্থনা বা ঈপ্সিত সহায়তার বিবরণ।

(চ) তাঁহার প্রার্থনা বা কাম্য সহায়তার স্বপক্ষে যুক্তি বা আপীলের হেতু।

(ছ) আপীলকারীর দ্বারা যাচাই।

৬। অত্র আইনের ১৯ ধারায় (৩) উপধারামতে দায়ের করা আপীলের সহিত প্রচার লেখন প্রমাণ কমিশনের নিকট করা প্রতিটি আপীলের সহিত নিম্নোক্ত লেখা (documents) জমা দিতে হইবে, যথা-

(ক) যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করা হইতেছে তাহার প্রত্যায়িত অবিকল প্রতিলিপি;

(খ) যে লেখা বা দস্তাবেজের উপর নির্ভর করিয়া আপীলটি দায়ের করা হইয়াছে বা আপীলে যাহার উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইগুলির প্রতিলিপি, এবং

(গ) আপীলে যে লেখাগুলির (documents) এর উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার সূচী।

৭।(১) ১৯ ধারার (৩) উপধারামতে কমিশনের নিকট করা আপীলের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি আপীলের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কমিশন অবশ্যই-

(ক) স্বার্থান্বিত বা আগ্রহী পক্ষের শপথ বা এফিডেফিটের ভিত্তিতে প্রদত্ত মৌখিক বা লিখিত সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন।

(খ) সরকারী দলিল বা লেখা (Public records) বা তাহাদের প্রতিলিপি সমেত সমস্ত দলিল বা লেখাগুলি অনুদান করিবেন বা পরিদর্শন করিবেন।

(গ) অধিকতর বিশদ বিবরণ ও তথ্যের নিমিত্ত অনুমোদিত আধিকারিকের মাধ্যমে তদন্ত করাইবেন।

(ঘ) ১৯ ধারার (১) উপধারামতে যে রাজ্য জন তথ্য আধিকারিক বা সহকারী রাজ্য জন তথ্য আধিকারিক বা অন্য আধিকারিক সময় আপীলের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার অথবা কোন তৃতীয় পক্ষ থাকিলে তাহার এভিডেভিটের ভিত্তিতে প্রদত্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন।

(ঙ) প্রয়োজনবোধে তৃতীয় পক্ষের শুনানী গ্রহণ করিবেন।

(চ) ১৯ ধারার (১) উপধারামতে যে রাজ্য জন তথ্য আধিকারিক বা সহকারী রাজ্য জন তথ্য আধিকারিক বা অন্য আধিকারিক প্রথম আপীলের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার অথবা কোন তৃতীয় পক্ষ থাকিলে তাহার এফিডেভিটের ভিত্তিতে প্রদত্ত সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন।

(২) আপীলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কমিশন আপীলকারীকে নিয়মাবলীর ৫ নং নিয়মে কবিত দ্বিতীয় আপীলের বিষয়বস্তুগুলি ছাড়াও অন্য তথ্য উপস্থাপিত করিবার নির্দেশ দিতে পারেন।

৮। ১৯ ধারার (১) উপধারানুসারে প্রয়োজনীয় নোটিশ নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে জারি করা যাইতে পারে, যথা-

(ক) আপীলের পক্ষ নিজেই জারি করিতে পারেন।

(খ) পরোয়ানা আধিকারীর মাধ্যমে হাতে হাতে জারি করা যাইতে পারে।

(গ) ডাকঘরে রেজিষ্ট্রীকৃত প্রাপ্তি স্বীকার পত্রের সহিত জারি করা যাইতে পারে।

(ঘ) কার্যালয় প্রধান বা বিভাগীয় প্রদানের মারফত জারি করা যাইতে পারে।

৯। কমিশনের সর্বসমক্ষে অনুষ্ঠিত কার্যাবলীতে ঘোষিত আদেশনামা লিখিতভাবে দিতে হইবে এবং তাহা কমিশনের রেজিষ্ট্রার বা অন্য কোন অধিকার প্রাপ্ত আধিকারিকের দ্বারা প্রমাণীকৃত করিতে হইবে।

১০। কমিশনের আধিকারিক ও কর্মচারীদের চাকুরির সর্তাবলী - কমিশনের আধিকারিক ও অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ রাজ্য সরকারের সাধারণ ডেপুটেশন শর্তাবলী অনুসারে নিযুক্ত থাকিবেন।

রাজ্যপালের আদেশানুসারে
স্বাক্ষর (ত্রিলোচন সিং)
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কলিকাতা রাজপত্র

বিশেষ

কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রকাশিত

২০ কার্তিক ।। মঙ্গলবার, ১১ নভেম্বর, ২০০৮ শক ১৯৩০

প্রথম অংশ ঃ পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যপাল মহোদয়ের আদেশ ও নির্দেশাবলী। উচ্চ ন্যায়ালয়, সরকারী কোষাগার ইত্যাদি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার।
কর্মচারী ও প্রশাসনিক দপ্তর।
প্রশাসনিক সংস্থার শাখা।
ব্লক-চার। তৃতীয় তল।
মহাকরণ। কলকাতা
৭০০ ০০১

বিজ্ঞপ্তি ঃ-

সংখ্যা ঃ ৭২৪-পি.এ.আর. (এ.আর) /০/৩-এস-২৯/২০০৫, অংশ ৬, ১৭ই অক্টোবর ২০০৮

উপধারা ঃ এবং ২ যা তথ্যের অধিকার আইন, ২০০৫ এর অন্তর্গত সেই অনুসারে মাননীয় রাজ্যপাল তথ্যের অধিকার,২০০৬ এর নিম্নবর্ণিত যে সংশোধন করছেন বা এই আইনের মধ্যে উল্লেখিত আছে।

সংশোধনী

উল্লিখিত আইনে ঃ-

১। বিধি সংখ্যা ৩ কে ৩ নং বিধির ১ নং উপধারা বলে ধরা হবে।

ক) এই ১ নং উপধারাকে যেভাবে পুনর্বার সংখ্যা দেওয়া আছে, তাতে যেখানে বলা আছে ''দশটাকার একটি কোর্ট ফি সেখানে শব্দ, বর্ণমালা এবং ব্র্যাকেট বদলে দিয়ে হবে'' একটি দশটাকার নন্ জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প পেপারে দশটাকা কোর্ট ফি কিম্বা (সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের নাম) 'পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথ্যের অধিকার আইন ' খাতে ডিমাণ্ড ড্রাফট, ব্যাঙ্কার'স চেক অথবা ভারতীয় পোস্টাল অর্ডার অনুকুলে নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কে জমা দিতে হবে।

গ) উপধারা ১ এর পরে নিম্নলিখিত অংশটি যোগ করতে হবে।

২। যখন কোনো আবেদনকারী ই-মেইল এর সাহায্যে আবেদন করবেন তিনি দরখাস্তের মূল্য বাবদ দশ টাকা নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্যে অধিকার আইন' এর অনুকুলে ডিমাণ্ড ড্রাফটে / ব্যাঙ্কারস চেক /ভারতীয় পোস্টাল অর্ডার এর মাধ্যমে দেবেন এবং এই জমা দেবার বিষয়টিই-মেইলে জন তথ্য আধিকারিকে জানাবেন। এই তথ্য জানার পর এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন।

এই অর্থ না পাওয়া পর্যন্ত জন তথ্য আধিকারিক যে তথ্য চাওয়া হয়েছে, তা সরবরাহ করবেন না।

৩। জন তথ্য আধিকারিক ২ নং উপধারা অনুসারে প্রাপ্ত অর্থ নির্দিষ্ট সরকারী ব্যাঙ্ক, যার সঙ্গে সবকটি কোষাগারের যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে। যা পশ্চিমবঙ্গ কোষাগার আইন ২০০৫ এস সংযোজনী তিন এ দেওয়া আছে, সেখানে পরবর্তী দিনেই টি.আর. ৭ মাধ্যমে নির্দিষ্ট হেড অফ এ্যাকাউন্টস এ নির্দিষ্ট কোডে জমা দেবেন যেমন সারণী-১ এবং ২ নিচে দেওয়া আছে।

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়	বিস্তারিত বিবরণ
(১)	(২)	(৩)
১।	হেড অফ এ্যাকাউন্টস -	"0070 - Other Administration Services 60-Other Services - 600 Others including Cencus -021- Collection of Fees from information seekers for the purpose of servicing information - 27- Other Receipts".
২।	হেড কোড - "00706080002127"	

একজন দরখাস্তকারী এই টাকা উপরোক্ত হেড অফ এ্যাকাউন্টসে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কে সরাসরি জমা দিতে পারেন তবে প্রাপ্তি স্বীকার চালানোর একটি অনুলিপি জন তথ্য আধিকারিককে দিতে হবে।

৪। ৪নং ধারাটি পুনর্বিনস্ত হয়ে তবে ৪নং ধারার ১ নং উপধারা। এই অনুসারে নিম্নে প্রদত্ত কর্তৃক নির্ধারিত উপধারা হিসেবে সংযুক্ত হবে।

(২) উপধারা ১ এর ক ও খ তে যেমন উল্লিখিত আছে সেই মতো ফি এর টাকা রাজ্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত আধিকারিকের কাছে জমা দেওয়া যাবে এবং তা তথ্যের অধিকার খাতে ডিমাণ্ড ড্রাফট/ব্যাঙ্কারস চেক বা ভারতীয় পোস্টাল অর্ডারের মাধ্যমে দিতে হবে।

(৩) উপধারা ২ অনুযায়ী জন তথ্য আধিকারিক পশ্চিমবঙ্গ কোষাগার আইন ২০০৫ এর সংযোজনী তিন এ উল্লিখিত ব্যাঙ্কে টি.আর. ৭- এর মাধ্যমে নিম্নে প্রদত্ত হেড অফ এ্যাকাউন্টস ও হেড কোড এ জমা দেবেন।

ক্রমিক সংখ্যা	বিষয়	বিস্তারিত বিবরণ
(১)	(২)	(৩)
১।	হেড অফ এ্যাকাউন্টস -	"0070 - Other Administration Services 60-Other Services - 600 Others including Cencus -021- Collection of Fees from information seekers for the purpose of servicing information - 27- Other Receipts".
২।	হেড কোড - "00706080002127"	

আবেদনকারী এই ফি উপরোক্ত হেড অফ এ্যাকাউন্টস এ সরাসরি নির্দিষ্ট ব্যাঙ্কে জমা দিতে পারেন এবং রসিদ এর অনুলিপি জন তথ্য আধিকারিককে জমা দেবেন।

(৩) ৫ নং নিয়মে -

ক) গ এর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত অংশ বসান এবং পূর্বোক্ত অংশ বদলে দিন।

(গ) এই আইনের ১৯নং উপধারা অনুযায়ী যে আধিকারিকের বিরুদ্ধে আবেদন করা হচ্ছে তার আদেশনামার একটি ফটো কপি বা স্বয়ং প্রত্যায়িত হতে হবে।

খ) গ ক্লজ পরিবর্তে হবে (ঘ) যে বিষয়ে তথ্য চাওয়া হচ্ছে তার সংক্ষিপ্তসার।

গ) ঘ ক্লজ পরিবর্তে হবে (খ) যে বিষয় নিষ্পত্তি চাওয়া হচ্ছে তার কারণ।

ঘ) চ ক্লজ বাতিল।

ঙ) ছ ক্লজ বাতিল।

মহামান্য রাজ্যপালের আদেশানুসারে

শেখ নুরুল হক

প্রধান-সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II खण्ड 1
PART II — SECTION 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 21, 2005/ज्येष्ठ 31, 1927
No. 25] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 21, 2005 / JYAISTHA 31, 1927

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 21st June, 2005 / Jyaistha 31,1927 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 15th June, 2005, and is hereby published for general information :-

THE RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005

No. 22 of 2005

(15th June, 2005)

An Act to provide for setting out the practical regime of right to information for citizens to secure access to information under the control of public authorities, in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority, the constitution of a Central Information Commission and State Information Commissions and for matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS the Constitution of India has established democratic; Republic;

AND WHEREAS democracy requires an informed citizenry and transparency of information which are vital to its functioning and

also to contain corruption and to hold Governments and their instrumentalities accountable to the governed;

AND WHEREAS revelation of information in actual practice is likely to conflict with other public interests including efficient operations of the Governments, optimum use of limited fiscal resources and the preservation of confidentiality of sensitive information;

AND WHEREAS it is necessary to harmonise these conflicting interests while preserving the paramountcy of the democratic ideal;

NOW, THEREFORE, it is expedient to provide for furnishing certain information to citizens who desire to have it.

BE it enacted Parliament in the Fifty-sixth Year of the Republic o India as follows:-

CHAPTER I
Preliminary

Short title, extent and commencement

1. *(1)* This Act may be called the Right to Information Act, 2005.

(2) It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.

(3) The provisions of sub-section (1) of section 4 sub-sections (1) and (2) of section 5, sections 12, 13, 15, 16, 24, 27 and 28 shall come into force at once and the remaining provisions of this Act shall come into force on the one hundred and twentieth* day of its enactment.

Definitions:

2. In this Act, unless the context otherwise requires,

(a) "appropriate Government" means in relation to a public authority which is established, constituted owned, controlled or substantially financed by funds provided directly or indirectly

(i) by the Central Government or the Union territor administration, the Central Government;

(ii) by the State Government, the State Government;

*12th October, 2005

(b) "Central Information Commission" means the Central Information Commission constituted under sub-section (1) of section 12;

(c) "Central Public Information Officer" means the Central Public Information Officer designated under sub section (1) and includes a Central Assistant Public Information Officer designated as such under sub-section (2) of section 5;

(d) "Chief Information Commissioner" and "Information Commissioner" mean the Chief Information Commissioner and Information Commissioner appointed under sub-section (3) of section 12;

(e) "competent authority means-

i) the Speaker in the case of the House of the People or the Legislative Assembly of a State or a Union territory having such Assembly and the Chairman in the case of the Council of States or Legislative Council of a State;

ii) the Chief Justice of India in the case of the Supreme Court;

iii) the Chief Justice of the High Court in the case of a High Court;

iv) the President or the Governor, as the case may be, in the case of other authorities established or constituted by or under the Constitution;

v) the administrator appointed under article 239 of the Constitution;

(f) "information" means any material in any form, including records, documents, memos, e-mails, opinions, advices, press releases, circulars, orders, logbooks, contracts, reports, papers, samples, models, data material held in any electronic form and information relating to any private body which can be accessed by a public authority under any other law for the time being in force,

(g) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act by the appropriate Government or the competent authority as the case may be;

(h) "public authority" means any authority or body or institution of self-government established or constituted-

(a) by or under the Constitution,

(b) by any other law made by Parliament,

(c) by any other law made by State Legislature,

(d) by notification issued or order made by the appropriate Government, and includes any-

(i) body owned, controlled or substantially financed;

(ii) non-Government organisation substantially financed, directly or indirectly by funds provided by the appropriate Government;

(i) "record" includes-

(a) any document, manuscript and file;

(b) any microfilm, microfiche and facsimile copy of a document;

(c) any reproduction of image or images embodied in such microfilm (whether enlarged or not); and

(d) any other material produced by a computer or any other device;

(j) "right to information" means the right to information accessible under this Act which is held by or under the control of any public authority and includes the right to-

i) inspection of work, documents, records:

ii) taking notes, extracts or certified copies of documents or records;

iii) taking certified samples of material;

iv) obtaining information in the form of diskettes, floppies, tapes, video cassettes or in any other electronic mode or through printouts where such information is stored in a computer or in any other device;

(k) "State Information Commission" means the State Information Commission constituted under sub-section(l) of section 15,

(l) "State Chief information Commissioner" and "State Information Commissioner" mean the State Chief information Commissioner and the State Information Commissioner appointed under sub-section (3) of section 15;

(m) "State Public Information Officer" means the State Public Information Officer designated under sub-section(I) and includes a State Assistant Public Information Officer designated as such under sub-section (2) of section 5;

(n) "third party" means a person other than the citizen making a request for information and includes a public authority.

CHAPTER-II

Right to information and obligations of public authorities

3. Subject to the provisions of this Act, all citizens shall have the right to information.

4. (1) Every public authority shall.....

a) maintain all its records duly catalogued and indexed in a manner and the form which facilitates the right to information under this Act and ensure that all records that are appropriate to be computerised are. within a reasonable time and subject to availability of resources, computerised and connected through a network all over the country on different systems so that access to such records is facilitated;

Right to information

b) publish within one hundred and twenty days from the enactment of this Act,-

(i) the particulars of its organisation, functions and duties;
(ii) the powers and duties of its officers and employees;
(iii) the procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability;
(iv) the norms set by it for the discharge of its functions;
(v) the rules, regulations, instructions, manuals and records, held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions;
(vi) a statement of the categories of documents that are held by it or under its control;
(vii) the particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by, the members of the public in relation to the formulation of its policy of implementation thereof;

(viii) a statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part or for the purpose of its advice and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or the minutes of such meetings are accessible for public;

(ix) a directory of its officers and employees;
(x) the monthly remuneration received by each of its officers and employees, including the system of compensation as provided in its regulations,
(xi) the budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursement made;
(xii) the manner of execution of subsidy programmes, including the amounts allocated and the details of beneficiaries of such programme;
(xiii) particulars of recipients of concessions, permits or authorisations granted by it;
(xiv) details in respect of the information, available to or held by it, reduced in an electronic form;
(xv) the particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use;
(xvi) the names, designations and other particulars of the Public Information Officers;
(xvii) such other information as may be prescribed; and thereafter update these publications every year;

c) publish all relevant facts while formulating important policies or announcing the decisions which affect public;
d) provide reasons for its administrative or quasi-Judicial decisions to affected persons.

(2) It shall be a constant endeavour of every public authority to take steps in accordance with the requirements of clause *(b)* of sub-section *(I)* to provide as much information suo motu to the public at regular intervals through various means of communications, including internet, so that the public have minimum resort to the use of this Act to obtain information.

(3) For the purposes of sub-section *(I)* every information shall be disseminated widely and in such form and manner which is easily accessible to the public.

(4) All materials shall be disseminated taking into consideration the cost effectiveness, local language and the most effective method of communication in that local area and the information should be easily accessible, to the extent possible in electronic format with the Central Public Information Officer or State Public information Officer as the case may be, available free or at such cost of the medium or the print cost price as may be prescribed.

Explanation-For the purpose of sub-sections *(3)* and *(4)* "disseminated" means making known or communicated the information to the public through notice boards, newspapers, public announcements, media broadcasts, the internet or any other means including inspection of offices of any public authority.

Designation of Public information Officers.

5. *(1)* Every public authority shall, within one hundred days of the enactment of this Act, designate as many officers as the Central Public Information Officers or State Public Information Officers, as the case may be, in all administrative units or offices under it as may be necessary to provide information to persons requesting for the information under this Act.

(2) Without prejudice to the provisions of sub-section (*I*), every public authority shall designate an officer, within one hundred days of the enactment of this Act, at each sub-divisional level or other sub-district level as a Central Assistant Public Information Officer or a State Assistant Public Information Officer, as the case may be, to receive the applications for information or appeals under this Act for forwarding the same forthwith to the Central Public Information Officer or the State Public information Officer or senior Officer specified under sub-section *(I)* of section 19 or the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be;

Provided that where an application for information or appeal is given to a Central Assistant Public Information Officer or a State Assistant Public information Officer, as the case may be, a period of five days shall be added in computing the period for response specified under sub-section (1) of section 7.

(3) Every Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall deal with requests from persons seeking information and render reasonable assistance to the persons seeking such information.

(4) The Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, may seek the assistance of any other officer as he or she considers it necessary for the proper discharge of his or her duties.

(5) Any officer, whose assistance has been sought under sub-section (4) shall render all assistance to the Central Public Information officer, or State Public Information Officer, as the case may be, seeking his or her assistance and for the purposes of any contravention of the provisions of this Act, such other officer shall be treated as a Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be.

Request for obtaining information

6. (1) A person who desires to obtain any information under this Act shall make a request in writing or through electronic means in English or Hindi or in the Official language of the area in which the application is being made accompanying such fee as may be prescribed, to

(a) the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, of the concerned public authority.

(b) the Central Assistant Public Information Officer or State Assistant Public Information Officer, as the case may be.

specifying the particulars of the information sought by him or her; Provided that where such request cannot be made in writing, the Central Public Information Officer or State Public Information officer as the case may be, shall render all reasonable assistance to the person making the request orally to reduce the same in writing.

(2) An applicant making request for information shall not be required to give any reason for requesting the information or any other personal details except those that may be necessary for contacting him.

(3) Where an application is made to a public authority requesting for an information-

(i) which is held by another public authority; or

(ii) the subject matter of which is more closely connected with the functions of another public authority, the public authority, to which such application is made, shall transfer the application or such part of it as may be appropriate to that other public authority and inform the applicant immediately about such transfer.

Provided that the transfer of an application pursuant to this sub section shall be made as soon as practicable but in no case late than five days from the date of the application.

Disposal of request

7. *(I)* Subject to the proviso to sub-section (2) of section 5 or the proviso to sub-section (3) of section 6 the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, on receipt of a request under section 6 shall, as expeditiously as possible, and in any case within thirty days of the receipt of the request, either provide the information on payment of such fee as may be prescribed or reject the request for any of the reasons specified in sections 8 and 9:

Provided that where the information sought for concerns the life or liberty of a person, the same shall be provided within forty-eight hours of the receipt of the request.

(2) If the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, fails to give decision on the request for information within the period specified under subsection *(I),* the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall be deemed to have refused the request.

(3) Where a decision is taken to provide the information on payment of any further fee representing the cost of providing the information, the Central Public information officer or State Public information Officer, as the case may be, shall send an intimation to the person making the request, giving —

(a) the details of further fees representing the cost of providing the information as determined by him, together with the calculations made to arrive at the amount in accordance

with fee prescribed under sub-section (/), requesting him to deposit that fees, and the period Intervening between the despatch of the said intimation and payment of fees shall be excluded for the purpose of calculating the period of thirty days referred to in that sub-section;

(b) information concerning his or her right with respect to review the decision as to the amount of fees charged or the form of access provided including the particulars of the appellate authority, time limit, process and any other forms.

(4) Where access to the record or part thereof is required to be provided under this Act and the person to whom access is to be provided is sensorily disabled, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall provide assistance to enable access to the information, including providing such assistance as may be appropriate for the inspection.

(5) Where access to information is to be provided in the printed or in any electronic format, the applicant shall, subject to the provisions of sub-section (6), pay such fee as may be prescribed:

Provided that the fee prescribed under sub-section (/) of section 6 and sub-section (/) and (5) of section 7 shall be reasonable and no such fee shall be charged from the persons who are of below poverty line as may be determined by the appropriate Government:

(6) Notwithstanding anything contained in sub-section (5), the person making request for the information shall be provided the information free of charge where a public authority fails to comply with the time limits specified in sub-section (1)

(7) Before taking any decision under sub-section (1), the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall take into consideration the representation made by a third party under section 11.

(8) Where a request has been rejected under sub-section (1), the Central Public Information Officer or State Public Information officer, as the case may be, shall communicate to the person making the request-

(i) the reasons for such rejection;

(ii) the period within which an appeal against such rejection may be preferred; and

(iii) the particulars of the appellate authority

(9) An information shall ordinarily be provided in the form in which it is sought unless it would disproportionately divert the resources of the public authority or would be detrimental to the safety or preservation of the record in question

Exemption from disclosure of Information

8. *(1)* Notwithstanding anything contained in this Act, there shall be no obligation to give any citizen

(a) information, disclosure of which would prejudicially affect the sovereignty and integrity of India, the security, strategic, scientific or economic interests of the State, relation with foreign State or lead to incitement of an offence;

(b) information which has been expressly forbiddeen to be published by any court of law or tribunal or the disclosure of which may constitute contempt of court;

(c) information, the disclosure of which would cause a breach of privilege of Parliament or the State Legislature;

(d) information including commercial confidence, trade secrets or intellectual property, the disclosure of which would harm the competitive position of a third party, unless the competent authority is satisfied that larger public interest warrants the disclosure of such information;

(e) information available to a person in his fiduciary relationship unless the competent authority is satisfied that the larger public interest warrants the disclosure of such information;

(f) information received in confidence from foreign Government;

(g) information, the disclosure of which would endanger the life or physical safety of any person or identify the source of information or assistance given in confidence for law enforcement or security purposes;

(h) information which would impede the process of investigation or apprehension or prosecution of offenders;

(i) cabinet papers including records of deliberations of the Council of Ministers, Secretaries and other officers; Provided that the decisions of Council of Ministers, the reasons thereof, and the material on the basis of which the decisions were taken shall be made public after the decision has been taken, and the matter is complete, or over:

Provided further that those matters which come under the exemptions specified in this section shall not be disclosed;

(j) information which relates to personal information the disclosure of which has no relationship to any public activity or interest, or which would cause unwarranted invasion of the privacy of the individual unless the Central Public Information officer or the State Public Information Officer or the appellate authority, as the case may be, is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information:

Provided that the information which cannot be denied to the Parliament or a State Legislature shall not be denied to any person.

19 of 1923

(2) Notwithstanding anything in the Official Secrets Act, 1923 nor any of the exemptions permissible in accordance with sub-section(1), a public authority may allow access to information, if public interest in disclosure outweighs the harm to the protected interests.

(3) Subject to the provisions of clauses (a), (c) and (i) of subsection (1), any information relating to any occurrence, event or matter which has taken place, occurred or happened twenty years before the date on which any request is made under section 6 shall be provided to any person making a request under that section;

Provided that where any question arises as to the date from which the said period of twenty years has to be computed, the decision of the Central Government shall be final, subject to the usual appeals provided for in this Act.

Grounds for rejection to access in certain cases.

9. Without prejudice to the provisions of section 8, a Central Public Information Officer or a State Public Information Officer, as the case may be, may reject a request for information where such a request for providing access would involve an infringement of copyright subsisting in a person other than the State.

Severability

10. *(1)* Where a request for access to information is rejected on the ground that it is in relation to information which is exempt from disclosure then, notwithstanding anything contained in this Act, access may be provided to that part of the record

which does not contain any information which is exempt from disclosure under this Act and which can reasonably be severed from any part that contains exempt information.

(2) Where access is granted to a part of the record under subsection *(I),* the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may he, shall give a notice to the applicant, informing-

(a) that only part of the record requested, after severance of the record containing information which is exempt from disclosure, is being provided;

(b) *the* reasons for the decision, including any findings on any material question of fact, referring to the material on which those findings were based;

(c) the name and designation of the person giving the decision,

(d) the details of the fees calculated by him or her and the amount of fee which the applicant is required to deposit; and

(e) his or her rights with respect to review of the decision regarding non-disclosure of part of the information, the amount of fee charged or the form of access provide including the particulars of the senior officer specified under sub-section *(1)* of section 19 or the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be, time limit, process and any other form of access.

Third Party information

11. *(1)* Where a Central Public Information Officer or a State Public Information Officer, as the case may be intends to disclose any information or record, or part thereof on a request made under this Act, which relates to or has been supplied by a third party and has been treated as confidential by that third party, the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, shall, within five days from the receipt of the request, give a written notice to such third party of the request and of the fact that the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, intends to disclose the information or record, or part thereof,

and invite the third party to make a submission in writing or orally, regarding whether the information should be disclosed, and such submission of the third party shall be kept in view while taking a decision about disclosure of information;

Provided that except in the case of trade or commercial secrets protected by law, disclosure may be allowed if the public interest in disclosure outweighs in importance any possible harm or injury to the interests of such third party.

(2) Where a notice is served by the Central Public Information officer, State Public Information Office as the case maybe, under sub-section (/) to a third party in respect of any information or record or part thereof, the third party shall, within ten days from the date of receipt of such notice, be given the opportunity to make representation against the proposed disclosure.

(3) Notwithstanding anything contained in section 7, the Central Public Information Officer or State Public information Officer, as the case may be, shall within forty days after receipt of the request under section 6, if the third party has been given an opportunity to make representation under sub-section (2), make a decision as to whether or not to disclose the information or record or part thereof and give in writing the notice of his decision of his decision to the third party.

(4) A notice given under sub-section (3) shall include a statement that the third party to whom the notice is given is entitled to prefer an appeal under section 19 against the decision.

CHAPTER III
The Central Information Commission

Constitution of Cental Information Commission

12. (1) The Central Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute a body to be known as the Central Information Commission to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to, it under this Act.

(2) The Central Information Commission shall consist of-

(a) the Chief Information Commissioner, and

(b) such number of Central information Commissioners, not exceeding ten, as may be deemed necessary.

(3) The Chief Information Commissioner and Information Commissioners shall be appointed by the President on the recommendation of committee consisting of-

i) the Prime Minister, who shall be the Chairperson of the committee;

ii) the Leader of Opposition in the Lok Sabha; and

iii) a Union Cabinet Minister to be nominated by the Prime Minister

Explanation - For the purposes of removal of doubts, it is hereby declared that where the Leader of opposition in the House of the People has not been recognised as such, the Leader of the single largest group in opposition of the Government in the House of People shall be deemed to be the Leader of Opposition

(4) The general superintendence, direction and management of the affairs of the Central Information Commission shall vest in the Chief Information Commissioner who shall be assisted by the Information Commissioners and may exercise all such powers and do all such acts and things which may be exercised or done by the Central Information Commission autonomously without being subjected to directions by any other authority under this Act.

(5) The Chief Information Commissioner and Information Commissioners shall be persons of eminence in public life with wide knowledge and experience in law, science and technology, social service, management, journalism, mass media or administration and governance.

(6) The Chief Information Commissioner or an Information Commissioner shall not be a Member of Parliament or Member of the Legislature of any State or Union territory, as the case may be, or hold any other office of profit or connected with any political party or carrying on any business or pursuing any profession

(7) The headquarters of the Central Information Commission shall be at Delhi and the Central Information Commission may, with the previous approval of the Central Government , establish offices at other places in India.

13 *(1)* The Chief Information Commissioner shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office and shall not be eligible for reappointment.

Provided that no Chief Information Commissioner shall hold office as such after he has attained the age of sixty-five years.

(2) Every Information Commissioner shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier, and shall not be eligible for reappointment as such Information Commissioner:

Provided that every information Commissioner shall, on vacating his office under this sub-section be eligible for appointment as the Chief information Commissioner in the manner specified in sub-section (3) of section 12:

Provided further that where the Information Commissioner is appointed as the Chief Information Commissioner, his term of office shall not be more than five-years in aggregate as the Information Commissioner and the Chief Information Commissioner.

(3) The Chief Information Commissioner or an Information Commissioner shall before he enters upon his office make and subscribe before the President or some other person appointed by him in that behalf, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the First Schedule

(4) The Chief information Commissioner or an Information Commissioner may, at any time, by writing under his hand addressed to the President, resign from his office;

Provided that the Chief information Commissioner or an Information Commissioner may be removed in the manner specified under section14

(5) The salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of-

(a) the Chief information Commissioner shall be the same as that of the Chief Election Commissioner;

(b) an information Commissioner shall be the same as that of an Election Commissioner;

Provided that if the Chief Information Commissioner or an Information Commissioner, at the time of his appointment is, in receipt of a pension, other than disability or wound pension, in respect of any previous service under the Government of India or under the Government of a State , his salary in respect of the

service as the Chief Information Commissioner or an Information Commissioner shall be reduced by the amount of that pension including any portion of pension which was commuted and pension equivalent of other forms of retirement benefits excluding pension equivalent of retirement gratuity;

Provided further that if the Chief Information Commissioner or an Information Commissioner if, at the time of his appointment is, in receipt of retirement benefits in respect of any previous service rendered in a Corporation established by or under any Central Act or State Act or a Government company owned or controlled by the Central Government or the State Government, his salary in respect or the service as the Chief information Commissioner or an Information Commissioner shall be reduced by the amount of pension equivalent to the retirement benefits;

Provided also that the salaries, allowances and other conditions of the service of the Chief Information Commissioner and the Information Commissioners shall not be varied to their disadvantage after their appointment.

(6) The Central Government shall provide the Chief Information Commissioner and the Information Commissioners with such officers and employees as may be necessary for the efficient performance of their functions under this Act, and the salaries and allowances payable to and the terms and conditions of service of the officers and other employees appointed for the purpose of this Act shall be such as may be prescribed.

Removal of State Chief information Commissioner or State Information Commission

14. *(i)* Subject to the provisions of sub-section *(3)* the Chief Information Commissioner or any Information Commissioner shall be removed from his office only by order of the President on the ground of proved misbehavior or incapacity after the Supreme Court on a reference made to it by the President, has on inquiry, reported that the Chief Information Commissioner or any Information Commissioner, as the case may be, ought on such ground be removed.

(2) The President may suspend from office, and if deem necessary prohibit also from attending the office during inquiry,

the Chief Information Commissioner or Information Commissioner in respect of whom a reference has been made to the Supreme Court under sub-section(/) until the President has passed orders on receipt of the report of the Supreme Court on such reference.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (/), the President may by order remove from office the Chief information Commissioner or any Information Commissioner if the Chief Information Commissioner or a Information Commissioner, as the case may be,-

(a) is adjudged an insolvent; or

(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the President, involves moral turpitude or

(c) engages during his term of office which, in any paid employment outside the duties of his office; or

(d) is, in the opinion of the President, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body; or

(e) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as the Chief Information Commissioner or a Information Commissioner.

(4) If the Chief Information Commissioner or a Information Commissioner in any way, concerned or interested in any contract or agreement made by or on behalf of the Government of India or particulars in any way in the profit thereof or in any benefit or emolument arising therefrom otherwise than as a member and in common with the other members of an incorporated company, he shall, for the purposes of sub-section (1) be deemed to be guilty of misbehavior.

CHAPTER IV
The State Information Commission

Constitution of State information Commission

15. *(1)* Every State Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute a body to be known as the.....(name of the State) Information Commission to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to, it under this Act.

(2) The State Information Commissioner shall consist of-

(a) the State Chief Information Commissioner, and

(b) such number of State Information Commissioners, not exceeding ten, as may be deemed necessary.

(3) The State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioner shall be appointed by the Governor on the recommendation of a committee consisting of-

(i) the Chief Minister, who shall be the Chairperson of the committee;

(ii) the Leader of opposition in the Legislative Assembly; and

(iii) a Cabinet Minister to be nominated by the Chief Minister

Explanation.- For the purposes of removal of doubts, it is hereby declared that where the Leader of Opposition in the Legislative Assembly has not been recognised as such, the Leader of the single largest group in opposition of the Government in the Legislative Assembly shall be deemed to be the Leader of Opposition

(4) The general superintendence, direction and management of the affairs of the State Information Commission shall vest in the State Chief Information Commissioner who shall be assisted by the State Information Commissioners and may exercise all such powers and do all such acts and things which may be exercised or done by the State Information Commission autonomously without being subjected to directions by any other authority under this Act.

(5) The State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners shall be persons of eminence in public life with wide knowledge and experience in law, science and technology, social service, management, journalism, mass media or administration and governance.

(6) The State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner shall not be a Member of Parliament or Member of the Legislature of any State or Union territory, as the case may be, or hold any other office of profit or connected with any political party or carrying on any business or pursuing any profession.

(7) The headquarters of the State Information Commission shall be at such place in the State as the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify and the State Information Commission may, with the previous approval of the State Government, establish offices at other places in the State.

16. (1) The State Chief Information Commissioner shall hold office for a term of five years from the date on and conditions which he enters upon his office and shall not be eligible of service, for reappointment:

Provided that no State Chief Information Commissioner shall hold office as such after he has attained the age of sixty-five years.

(2) Every State Information Commissioner shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office or till he attains the age of sixty-five years, whichever is earlier, and shall not be eligible for reappointment as such State Information Commissioner;

Provided that every State Information Commissioner shall, on vacating his office under this sub-section, be eligible for appointment as the State Chief Information Commissioner in the manner specified in sub-section (3) of section 15:

Provided further that where the State Information Commissioner is appointed as the State Chief Information Commissioner, his term of office shall not be more than five years in aggregate as the State Information Commissioner and the State Chief Information Commissioner.

(3) The State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner, shall before he enters upon his office make and subscribe before the Government or some other person appointed by him in that behalf, an oath of affirmation according to the form set out for the purpose in the First Schedule.

(4) The State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner may, at any time, by writing under his hand addressed to the Governor, resign from his office.

Provided that the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner may be removed in the manner specified under section 17.

(5) The salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of-

(a) the State Chief Information Commissioner shall be the same as that of an Election Commissioner;

(b) the State Information Commissioner shall be the same as that of the Chief Secretary to the State Government.

Provided that if the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner, at the time of his appointment is in receipt of a pension, other than a disability or wound pension, in respect of any previous service under the Government of India or under the Government of a State, his salary in respect of the service as the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner shall be reduced by the amount of that pension including any portion of pension which was commuted and pension equivalent of other forms of retirement benefits excluding pension equivalent of retirement gratuity;

Provided further that where the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner if, at the time of his appointment is, in receipt of retirement benefits in respect of any previous service rendered in a Corporation established by or under any Central Act or the State Government his salary in respect of the service as the State Chief Information Commissioner or the State Information Commissioner shall be reduced by the amount of pension equivalent to the retirement benefits:

Provided also that the salaries, allowances and other conditions of service of the State Chief information Commissioner and the State Information Commissioner shall not be varied to their disadvantage after their appointment.

(6) The State Government shall provide the State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners with such officers and employees as may be necessary for the efficient performance of their functions under this Act, and the salaries and allowances payable to and the terms and conditions of service of the officers and other employees appointed for the purpose of this Act shall be such as may be prescribed.

Removal of State Chief Information Commissioner or State Information Commission

17. (*l*) Subject to the provisions of sub-section (3), the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner shall be removed from his office only by order of the Governor on the ground of proved misbehavior or incapacity after the Supreme Court, on a reference made to it by the Governor, has on inquiry, reported that the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner, as the case may be, ought on such ground be removed.

(2) The Governor may suspend from office, and if deem, necessary prohibit also from attending the office during inquiry, the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner in respect of whom a reference has been made to the Supreme Court under sub-section *(l)* until the Governor has passed orders on receipt of the report of the Supreme Court on such reference.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (I) the Governor may by order remove from office the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner if a State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner, as the case may be,-

(a) is adjudged an insolvent; or

(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Governor, involves moral turpitude; or

(c) engages during his term of office in any paid employment outside the duties of his office; or

(d) is, in the opinion of the Governor, unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body; or

(e) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as the State Chief Information Commissioner or State Information Commissioner.

(4) If the State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner in'any way, concerned or interested in any contract or agreement made by or on behalf of the Government of the State or particulars in any .way in the profit

thereof or in any benefit or emoluments arising therefrom otherwise than as a member and in common with the other members of an incorporated company, he shall, for purposes if sub-section(I), be deemed to be guilty of misbehavior.

CHAPTER V

Powers and functions of the Information Commissions, appeal and penalties

Powers and functions of Information Commissions.

18. (/) Subject to the provisions of this Act, it shall be of the duty of the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, to receive and inquire into a complaint from any person-

(a) who has been unable to submit a request to a Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, either by reason that no such officer has been appointed under this Act, or because the Central Assistant Public Information Officer or State Assistant Public Information Officer, as the case may be, has refused to accept his or her application for information or appeal under this Act for forwarding the same to the Central Public Information Officer or State Public Information Officer or senior officer specified in sub-section (/) of section 19 or the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be;

(b) who has been refused access to any information requested under this Act;

(c) who has not been given a response to a request of information or access to information within the time limit specified under this Act;

(d) who has been required to pay an amount of fee which he or she considers unreasonable;

(e) who believes that he or she has been given incomplete, misleading or false information under this Act; and

(f) in respect of any other matter relating to requesting or obtaining access to records under this Act.

(2) Where the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, is satisfied that there are reasonable grounds to inquire into the matter, it may initiate an inquiry in respect there of.

(3) The Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, shall while inquiring into any matter under this section, have the same powers as are vested in a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908, in respect of the following matters, namely- 5 of 1908

(a) summoning and enforcing the attendance of persons and compel them to give oral or written evidence on oath and to produce the documents or things;

(b) requiring the discovery and inspection of documents;

(c) receiving evidence on affidavit;

(d) requisitioning any public record or copies thereof from any court or office;

(e) issuing summons for examination of witnesses or documents; and

(f) any other matter which may be prescribed

(4) Notwithstanding anything inconsistent contained in any other Act of Parliament or State Legislature, as the case may be, the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be, may, during the inquiry of any complaint under this Act, examine any record to which this Act applies which is under the control of the public authority, and no such record may be withheld from it on any grounds.

Appeal

19. *(1)* Any person who does not receive a decision within the time specified in sub-section *(I)* or clause (a) of sub-section *(3)* of section 7, or is aggrieved by a decision of the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, may within thirty days from the expiry of such period or from the receipt of such a decision prefer an appeal to such officer who is senior in rank to the Central Public Information Officer or State Public Information Officer as the case may be, in each public authority;

Provided that such officer may admit the appeal after the expiry of the period of thirty days if he or she is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(2) Where an appeal is preferred against an order made by a Central Public Information Officer or a State Public Information Officer, as the case may be, under section 11 to disclose third party information, the appeal by the concerned third party shall be made within thirty days from the date of the order.

(3) A second appeal against the decision under sub-section (1) shall lie within ninety days from the date on which the decision should have been made or was actually received, with the Central Information Commission or the State information Commission;

Provided that the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be, may admit the appeal after the expiry of the period of ninety days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(4) If the decision of the Central Public information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, against which an appeal is preferred relates to information of a third party, the Central Information Commission or State Information Commission as the case may be, shall give a reasonable opportunity or being heard to that third party.

(5) In any appeal proceedings, the onus to prove that a denial of a request was justified shall be on the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, who denied the request.

(6) An appeal under sub-section (I) or sub-section (2) shall be disposed of within thirty days of the receipt of the appeal or within such extended period not exceeding a total of forty-five days from the date of filling thereof , as the case may , for reasons to be recorded in writing.

(7) The decision of the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, shall be binding.

(8) In its decision, the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, has the power to-

(a) require the public authority to take any such steps as may be necessary to secure compliance with the provisions of this Act, including-

(i) by providing access to information, if so requested, in a particular form;

(ii) by appointing a Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be;

(iii) by publishing certain information or categories of information;

(iv) by making necessary changes to its practices in relation to the maintenance, management and destruction of records;

(v) by enhancing the provision of training on the right to information for its officials; *(vi)* by providing it with an annual report in compliance with clause (b) of sub-section (1) of section 4;

(b) require the public authority to compensate the complainant for any loss or other detriment suffered;

(c) impose any of the penalties provided under this Act;

(d) reject the application.

(9) The Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, shall give notice of its decision including any right of appeal, to the complainant and the public authority.

(10) The Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, shall decide the appeal in accordance with such procedure as may be prescribed.

Penalties

20.(/) Where the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be, at the time of deciding any complaint or appeal is of the opinion that the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer, as the case may be, has, without any reasonable cause, refused to receive an application for information within the time specified under sub-section (1) of section 7 or malafidely denied the request for information or knowingly given incorrect, incomplete or misleading information or destroyed information which was the subject of the request or

obstructed in any manner in furnishing the information, it shall impose a penalty of two hundred and fifty rupees each day till application is received or information is furnished, so however, the total amount of such penalty shall not exceed twenty-five thousand rupees;

Provided that the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer, as the case may be shall be given a reasonable opportunity of being heard before any penalty is imposed on him:

Provided further that the burden of proving that he acted reasonably and diligently shall be on the Central Public Information Officer or the State Public information Officer, as the case may be.

(2) Where the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be, at the time of deciding any complaint or appeal is of the opinion that the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer, as the case may be, has without any reasonable cause and persistently, failed to receive an application for information or has not furnished information within the time specified under subsection (I) of section 7 or malafidely denied the request for information or knowingly given incorrect, incomplete or misleading information or destroyed information which was the subject of the request or obstructed in any manner in furnishing the information, it shall recommend for disciplinary action against the Central Public Information Officer or the State Public information Officer, as the case may be, under the service rules applicable to him.

CHAPTER VI
Miscellaneous

Protection of action taken in good faith

21. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or any rule made thereunder.

Act to have overriding effect

22. The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in the Official Secrets Act, 1923 and any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this Act.

Bar if jurisdiction Court

23. No court shall entertain any suit, application or other proceeding in respect of any order made under this Act and no such order shall be called in question otherwise than by way of an appeal under this Act.

Act not to apply to certain organisation

24. *(I)* Nothing contained in this Act shall apply to the intelligence and security organisations specified in the Second Schedule, being organisations established by the Central Government or any information furnished by such organisations to that Government:

Provided that the information pertaining to the allegations of corruption and human rights violations shall not be excluded under this sub-section:

Provided further that in the case of information sought for is in respect to allegations of violation of human rights, the information shall only be provided after the approval of the Central Information Commission, and notwithstanding anything contained in section 7, such information shall be provided within forty-five days from the date of the receipt of request.

(2) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, amend the Schedule by including therein any other intelligence or security organisation established by that Government or omitting therefrom any organisation already specified therein and on the publication of such notification, such organisation shall be deemed to be included in or, as the case may be, omitted from the Schedule.

(3) Every notification issued under sub-section (2) shall be laid before each House of parliament

(4) Nothing contained in this Act shall apply to such intelligence and security organisation being organisations established by the State Government, as that Government may, from time to time, by notification in the Official Gazette, specify:

Provided that the information pertaining to the allegations of corruption and human rights violations shall not be excluded under this sub-section:

Provided further that in the case of information sought for is in respect of allegations of violation of human rights the information shall only be provided after the approval of the State Information Commission and, notwithstanding anything contained in section 7, such information shall be provided within forth-five days from the date of the receipt of request.

(5) Every notification issued under sub-section (4) shall laid before the State Legislature

Monitoring and Reporting

25. (1) The Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, shall, as soon as practicable after the end of each year, prepare a report on the implementation of the provisions of this Act during that year and forward a copy thereof to the appropriate Government.

(2) Each Ministry or Department shall, in relation to the public authorities within their jurisdiction, collect and provide such information to the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, is required to prepare the report under this section and comply with the requirements concerning the furnishing of that information and keeping of records for the purposes of this section.

(3) Each report shall state in respect of the year to which the report relates,-

(a) the number of requests made to each public authority;

(b) the number of decisions where applicants were not entitled to access to the documents pursuant to the requests, the provisions of this Act under which these decisions were made and the number of times such provisions were invoked;

(c) the number of appeals referred to the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, for review, the nature of the appeals and the outcome of the appeals;

(d) particulars of any disciplinary action taken against any officer in respect of the administration of this Act;

(e) the amount of charges collected by each public authority under this Act;

(f) any facts which indicate an effort by the public authorities to administer and implement the spirit and intention of this Act;

(g) recommendations for reform, including recommendations in respect of the particular public authorities, for the development, improvement, modernisation, reform or amendment to this Act or other legislation or common law or any other matter relevant for operationalising the right to access information.

(4) The Central Government or the State Government, as the case may be, may, as soon as practicable after the end of each year, cause a copy of the report of the Central Information Commission or the State Information Commission, as the case may be, referred to in sub-section (1) to be laid before each House of Parliament or, as the case may be, before each House of the State Legislature, where there are two Houses, and where there is one House of the State Legislature before that House.

(5) If it appears to the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, that the practice of a public authority in relation to the exercise of its functions under this Act does not conform with the provisions or spirit of this Act, it may give to the authority a recommendation specifying the steps which ought in its opinion to be taken for promoting such conformity.

Appropriate Government to prepare programmes

26. (1) The appropriate Government may, to the extent of availability of financial and other resources,-

(a) develop and organise educational programmes to advance the understanding of the public, in particular of disadvantaged communities as to how to exercise the rights contemplated under this Act;

(b) encourage public authorities to participate in the development and organisation of programmes referred to in clause (a) and to undertake such programmes themselves.

(c) promote timely and effective dissemination of accurate information by public authorities about their activities; and

(d) train Central Public Information Officers or State Public Information Officers, as the case may be, of public authorities and produce relevant training materials for use by the public authorities themselves.

(2) The appropriate Government shall, within eighteen months from the commencement of this Act, compile in its official language a guide containing such information, in an easily comprehensible form and manner, as may responsibly be required by a person who wishes to exercise any right specified in this Act.

(3) The appropriate Government shall, if necessary, update and publish the guidelines referred to in sub-section (2) at regular intervals which shall, in particular and without prejudice to the generality or sub-section (2), include-

(a) the objects of this Act;

(b) the postal and street address, the phone and fax number and, if available, electronic mail address of the Central Public Information Officer or State Public Information Officer, as the case may be, of every public authority appointed under subsection (I) of section 5;

(c) the manner and the form in which request for access to an information shall be made to a Central Public Information Officer or State Public information Officer, as the case may be;

(d) the assistance available from and the duties of the Central Public Information Officer or State Public Information Officer under this Act;

(e) the assistance available from the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be;

(f) all remedies in law available regarding an act or failure to act in respect of a right or duty conferred or imposed by this Act including the manner of filing an appeal to the Commission;

(g) the provisions providing for the voluntary disclosure of categories of records in accordance with section 4;

(h) the notices regarding fees to be paid in relation to requests for access to an information; and

(i) any additional regulations or circulars made or issued in relation to obtaining access to an information in accordance with this Act.

(4) The appropriate Government must necessary, update and publish the guidelines at regular intervals.

Power to make rules by appropriate Government

27. *(1)* The appropriate Government may by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provision of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) the cost of the medium or print cost price of the materials to be disseminated under sub-section (4) of section 4;

(b) the fee payable under sub-section (1) of section 6;

(c) the fee payable under sub-section (1) and (5) of section7;

(d) the salaries and allowances payable to and the terms and conditions of service of the officers and other employees under sub-section (6) of section 13 and sub-section (6) of section 16;

(e) the procedure to be adopted by the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be, in deciding the appeals under sub-section (10) of section 19; and

(f) any other matter which is required to be, or maybe, prescribed.

28. *(1)* The competent authority may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act. Power to make rules by competent authority

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power such rules may provide for all or any of the following matters, namely :-

(i) the cost of the medium or print cost price of the materials to be disseminated sub under (4) of section 4;

(ii) the fee payable under sub-section 1) of section 6;

(iii) the fee payable under sub-section (1)of section 7; and

(iv) any other matter which is required to be, or may be, prescribed

29. *(1)* Every rule made by the Central Government under this Act shall be laid as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule. Laying of rules

(2) Every rule made under this Act by a State Government shall be laid as soon as may be after it is notified, before the State Legislature.

30. *(1)* If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Centra! Government may by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as appear to it to be necessary or expedient for removal of the difficulty: Power to remove difficulties

Provided that no such order shall be made after the expiry of a period of two years from the date of the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made be laid before each House of Parliament.

31. Repeal The Freedom of Information Act, 2002 (5 of 2003) is hereby repealed.

THE FIRST SCHEDULE

[See sections 13 (3) and 16 (3)]

FORM OF OATH OR AFFIRMATION TO BE MADE BY THE CHIEF INFORMATION COMMISSIONER/THE INFORMATION COMMISSIONER/THE STATE CHIEF INFORMATION COMMISSIONER/THE STATE INFORMATION COMMISSIONER

"I..... having been appointed Chief Information Commissioner/Information Commissioner / State Chief Information Commissioner / State Information Commissioner

swear in the name of God

solemnly affirm

that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office, without fear or favour, affection or ill-will and that I will uphold the Constitution and the laws"

THE SECOND SCHEDULE

(See section 24)

Intelligence and security organisation established by the Central Government

1. Intelligence Bureau.
2. Research and Analysis Wing of the Cabinet Secretariat.
3. Directorate of Revenue intelligence.
4. Central Economic Intelligence Bureau.
5. Directorate of Enforcement.
6. Narcotics Control Bureau.
7. Aviation Research Centre.
8. Special Frontier Force.
9. Border Security Force.
10. Central Reserve Police Force.
11. Indo-Tibetan Border Police.
12. Central Industrial Security Force.
13. National Security Guards.
14. Assam Rifles.
15. Special Service Bureau.
16. Special Branch (CID), Andaman and Nicobar.
17. National Technical Research Organisation.
18. The Crime branch-C I D- CB, Dadra and Nagar Haveli.
19. Special Branch, Lakshadweep Police.

T. K. VISWANATHAN,
Secy, to the Govt, of India

The Second Schedule of the Right to Information Act as amended are ..... as follows

THE SECOND SCHEDULE

(See section 24)

Intelligence and security organisation established by the Central Government

1. Intelligence Bureau.
2. Research and Analysis Wing of the Cabinet Secretariat.
3. Directorate of Revenue intelligence.
4. Central Economic Intelligence Bureau.
5. Narcotics Control Bureau.
6. Aviation Research Centre.
7. Special Frontier Force.
8. Border Security Force.
9. Central Reserve Police Force. IO.Indo-Tibetan Border Police.
11. Central industrial Security Force.
12. National Security Guards.
13. Assam Rifles. 14.Sashastra Seema Bal.
15. Directorate General of Income-Taxes Investigation.
16. National Technical Research Organisation.
17. Financial intelligence unit, India
18. Special Protection Group.
19. Defence Research and Development Organisation.
20. Border Road Development Board.
21. National Security Council Secretariat

The Kolkata Gazette

Extraordinary
Published by Authority
[Kartika-19] FRIDAY, NOVEMBER, 2006 [Saka 1928]
Part I Order and Notification by the Governor of West Bengal, the High Court, Government Treasury, etc

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Department of Personnel & Administrative Reforms
Administrative Reform Cell
Writers' Building, Kolkata-700 001.

No. 541-PAR(AR)/0/3M-29/2005 Pt, VIIIA Dated, Kolkata-The 29th August, 2006

NOTIFICATION

The Governor is pleased, on the recommendation of the Committee constituted vide Notification No-III.....PAR(AR)/0/3M-29/2005P1. VIIIA dated 20.02.2006, to identify the following organization, Branches and Sections of Government of West Bengal to which the provisions of "The Right to information Act. 2005" shall not be apply under section 24(4) of the said Act:

1. Home Department
   A. Political Branch
   1. Security Arrangements and related matters of VIPs and WIPs.
   2. Interception of mails and other personal communications including phones/mobiles under Indian Post Office Act. 1898 and Indian Telegraph Act. 1885.
   3. Sanction of Prosecution.
   4. CBI Investigation-handling over of cases.
   5. Verification of antecedents.
   6. Preparation of bills and rules.
   B. Police Branch.
   1 Information relating to mobilization and deployment of police force.

2. All police reports (except under orders of the Court Law).

   C. Special Branch
   1 Proceedings under the special preventive Acts of the State Govt, of India.

II. Police Directorate
   1. Intelligence Branch Including District IBs.
   2. Eastern Frontier Rifles.
   3. State Armed Police.
   4. Indian Reserve Battalion.
   5. Enforcement Branch.
   6. Secret Source Fund.
   7. Reserve Force.
   8. Secret Section Including Secret Source Fund.

III. Kolkata Police
   1. Special Branch.
   2. Detective Department.
   3. Security Control Organization.
   4. Enforcement Branch.
   5. Kolkata Armed Police Including Reserve Force.
   6. Secret Source Fund.
   7. Confidential Section.

The Governor is further pleased to state that the information pertaining to allegations of corruptions and human rights violation in respect of the above organization of Police Directorate and Kolkata Police will not be kept beyond purview of the "Right to information Act. 2005" under Section 24 (4) of the act

By order of the Governor
Trilochon Singh,
Secretary of the Govt, of West Bengal

The Kolkata Gazette

Extraordinary
Published by Authority
[Chaitra 26] Thursday, April 16, 2009 [Saka 1930]
Part I Order and Notification by the Governor of West Bengal, the High Court, Government Treasury, etc

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Department of Personnel & Administrative Reforms
Administrative Reform Cell
Writers' Building, Kolkata-700 001.

NOTIFICATION

No. 120-PAR(AR)/03M-29/2005Pt.....VINA, Dated: Kolkata, the 5th March,2005. In Continuation of this Department's Notification No. 541-PAR(AR)/03M29/2005Pt. VIIIA dated:29.08.2006, published in the Kolkata Gazette Extraordinary, dated 10.12.2006, the Governor is pleased on the recommendation of the Committee constituted vide Notification No.111-PAR(AR)/0/3M-29/2005Pt. Vil! dated 20.02.2006 to identify the following organization of Kolkata Police of the Government of West Bengal to which the provision of the Information Act.2005 shall not apply under-section 24(4) of the said Act.

Kolkata. Police.

1. Special Task Force

The Governor is further pleased to state that the information pertaining to allegations of corruptions and human rights violations in respect of the above organization will not be kept beyond purview of the Right to Information Act. 2005 under section 24(4)of theAct

By order of the Governor,
(Sk. Nurul Haque)
Principal Secretary of the Government of West Bengal

The Kolkata Gazette

Extraordinary
Published by Authority
[Chaitra 8] Wednesday, March 29,2006 [Saka 1927]
Part I Order and Notification by the Governor of West Bengal, the High Court, Government Treasury, etc

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Department of Personnel & Administrative Reforms
Administrative Reform Cell
Part I Order and Notification by the Governor of West Bengal,

NOTIFICATION

No.157-PAR(AR)-10th. March, 2006-h exercise of the power conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of Section 27 of the Right ti Information Act, 2005 (22 of 2005), the Governot is pleased hereby to make the following rules, namely:-

Rules

1. **Short title and commencement** — (1) These rules may be called the West Bengal Right to information Rules, 2006. (2)They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Definitions-** (1) In these rules, unless the context otherwise requires—
   (a) "Act" means the Right to Information Act. 2005 (22 of 2005);
   (b) "Commission" means the West Bengal Information Commission;
   (c) "Registrar" means the Registrar of the Commission:
   (d) "Section" means section of the Act;
   (e) "State Government" means the Government of West Bengal.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules

but defined in the Act. shall have the same meanings as respectively assigned to them in the Act.

3. **Application fee—** An application containing a request in writing to the State Public Information Officer or the State Assistant Public information Officer, as the case may be, made under sub-section (1) of Section 6 for obtaining information, shall be accompanied with a court-fee of rupees ten.
4. **Fee for providing information**— Save as otherwise provided in the proviso to sub-section (5) of Section 7, the State Public Information Officer or the State Assistant Public Information officer, as the case may be, shall provide information under sub-section (1) and sub-section (5) of Section 7 upon receipt of a request under Section 6, on payment of fee of—
   (a) rupees two, for each page (in A-4 or A-3 size paper; created or copied or
   (b) actual charge or cost price, for a copy in large size paper; or
   (c) actual cost price, for sample or model; or
   (d) rupees five for each fifteen minutes or fraction thereof, for inspection of records; or
   (e) rupees fifty per diskette or floppy; for information provided in the diskette or floppy; or
   (f) actual charge fixed for publication or rupees two per page of photocopy for extracts therefrom, for information provided in printed form.
5. **Contents of appeal to Commission under sub-section (3) of Section 19-**An appeal to the Commission under subsection (3) of Section 19, shall contain the following information, namely :-
   (a) name and address of the applicant;
   (b) name and address of the State Public Information Officer or the State Assistant Public Information Officer, as the case may be, who passed the order;
   (c) particulars of the order against which the appeal is made including its number and date;
   (d) brief facts of the case;
   (e) prayer or relief sought for by the appellant;

   (f) ground for such prayer or relief, and
   (g) verification by the appellant.
6. **Documents to accompany appeal to Commission under sub-section (3) of Section 19** — Every appeal made to the Commission shall be accompanied by the following documents, namely :-
   (a) the attested true copy of the order against which the appeal is being preferred;
   (b) the copies of documents relied upon by the appellant and referred to in the appeal; and
   (c) an index of the documents referred to in the appeal.
7. **Procedure in deciding appeal to Commission under sub-section (3) of Section T9** - (1) In deciding the appeal to the Commission, the Commission shall :-
   (a) hear, oral or written,, evidence on oath or an affidavit from the concerned or interested person;
   (b) peruse or inspect documents, public records or copies thereof;
   (c) enquire through documents, public records or copies thereof;
   (d) hear the State Public Information Officer or the State Assistant Public Information Officer or such officer who decided the first appeal mentioned in sub-section (1) of Section 19, as the case may be;
   (e) hear the third party, if required; and
   (f) receive evidence on affidavit from the State Public Information Officer or the State Assistant Public Information Officer or such officer who decided the first appeal mentioned in sub-section (1) of Section 19 or from the third party; if any

(2) in deciding the appeal the Commission may ask the appellant to add any other information other than the information include in the contents of the second appeal under rule 5.

8. **Service of notice by Commission** - The notice required to be issued under sub-section (9) cf Section 19, by the Commission may be served in any of the following modes namely:-

(a) service by the party itself;
(b) service by hand delivery through the process server.
(c) service by the registered post with acknowledgment due;
(d) service through the head of office or the Department.

9. **Signing of order** - The order of the Commission pronounced in open proceedings shall be in writing and authenticated by the Registrar of any other officer authorized by the Commission in this behalf.

10. **Terms and conditions of officers and other employee of Commission** - The officers and other employees of Commission shall be placed on deputation from the State Government on the usual terms and conditions.

By order of the Governor
Trilochon Singh,
Secretary to the Govt, of West Bengal

The Kolkata Gazette

Extraordinary
Published by Authority

[Kartick 20] Tuesday, November 11, 2008 [Saka 1930]
Part I Orders and Notifications by the Governor of West Bengal, the High Court, Government Treasury, etc.

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Department of Personnel & Administrative Reforms
Administrative Reforms Cell
Writers' Building, Kolkata-700 001.

NOTIFICATION

No. 724-PAR (AR) O/3M-29/2005 Pt. VI-17th October, 2008.-In exercise of the power conferred by sub-section (1), read with sub-section (2), of section 27 of the Right to Information Act, 2005, the Governor is pleased hereby to make the following amendments in the West Bengal Right to Information Rules, 2006 (hereinafter referred to as the said rules) :-

Amendments

In the said rules-
(1) rule 3 shall be renumbered as sub-rule (1) of rule 3,-
(a) in sub rule (1) so renumbered, for the words "a court-fee of rupees ten" substitute the words, letters and brackets a court-fee of rupees ten or a non-judicial Stamp paper of rupees ten, or by Demand Draft or bankers Cheques or Indian Postal Order, payable in favour of (name of the link bank) a/c Government of West Bengal, RTI ACT";
(b) after sub-rule (1), Insert the following sub-rules :-
(2) An application while sending a request for information by e-mail shall deposit the application fee of rupees ten by Demand Draft or by Bankers Cheque or by Indian Postal Order, payable in favour of "(name of the link bank) a/c Government of West Benqal.

RTI ACT" mentioning the particulars of such deposit to the Public Information Officer in such e-mail and on receipt of said information, the Public Information Officer shall process such request for providing such information:

Providing that such information as sought for shall not be delivered to the applicant unless the requisite amount of application fee has been received by the Public Information Officer by Demand Draft or Bankers Cheques or Indian Postal Order, as maybe.

(3) The Public Information Officer shall after receiving Demand Draft or Bankers Cheques or Indian Postal Order sub-rule(2), linked with the Treasury as mentioned in Appendix 3 to the West Bengal Treasury rules, 2005 by the next working day in T.R form No. 7 under the head of Account and head Code mentioned in column (1) and column (2) against serial Nos. 1 and 2 respectively, of the Table below:-

Sl. No.	Particulars	Details
(1)	(2)	(3)
1.	Head of Accounts	"0070-Other Administrative Services-60-Other Services-800 Other Receipts including census 021-Collection of Fees from information Seeker for the purpose of servicing information-27-Other Receipts"
2.	Head Code	"00706080002127"

Provided that the applicant may deposit such application fee under the above head of accounts directly through the concerned bank linked with Treasury and shall produce the receipted challan to the Public Information Officer;

(2) rule 4 shall be renumbered as sub-rule (1) of rule 4, after sub-rule (1) so renumbered, insert the following sub-rules :-

(2) The fee as mentioned in clause (a) clause (f)of subsection (1) shall be deposited to the officer to be designated by the concerned Department of the State Government in this behalf, either by Demand Draft or Bankers Cheque or Indian Postal Order payable in favour of" (name of the link bank) a/c Government of West Bengal RTIACT".

(3) The Public Information Officer, shall after receiving Demand Draft or Bankers Cheque or Indian Postal Order, as the case may be, as mentioned in sub-rule (2), arrange to remit the fee to such authorised branches of the Public Bank linked with the Treasury as mentioned in Appendix 3 to the West Bengal Treasury Rules, 2005, by the next working day in T.R. Form No. 7 under the Head of Account and Head Code mentioned in column (1) and Column (2) against serial Nos, 1 and 2 respectively, of the Table below:-

Sl. No.	Particulars	Details
(1)	(2)	(3)
1.	Head of Accounts	"0070-Other Administrative Services-60-Other Services-800 Other Receipts including census 021-Collection of Fees from information Seeker for the purpose of servicing information-27-Other Receipts"
2.	Head Code	"00706080002127"

Provided that the applicant may deposit such fees under the above head of accounts directly through the concerned bank linked with the Treasury and shall produce the receipted challan to the Public Information Officer.;

(3) In rule 5,-

(a) for clause (c), *substitute* the following clause :-
"(c) self-attested photocopy of the order of an officer against whom appeal has been preferred under sub-section(I) of section 19 of the Act";

(b) for clause (d), *substitute* of following clause :-"(d) gist of the information sought for";

(c) for clause (e), *substitute* of following clause :-"(e) grounds for appeal and the relief sought for";

(d) *omit* clause (f);

(e) *omit* clause (g);

By order of the Governor,
(Sk. Nurul Haque)
Principal Secretary to the Government of West Bengal

তথ্যের অধিকার, কিছু প্রশ্ন

১। কোন্ কোন্ বিষয়ের কথা আমরা জানতে পারি ?

উঃ মোটামুটিভাবে জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত কিছু গোপনীয় তথ্য বা আদালতের বিচারাধীন তথ্য এই রকম কতকগুলি বিষয় বাদে বাকী সকল বিষয়ের তথ্য চাওয়া যেতে পারে। সেগুলি যে কোন আকারে যে কোন্ সামগ্রী হতে পারে।

যেমনঃ রেকর্ড, ডকুমেন্ট, মেমো, ই-মেল, মতামত, পরামর্শ, সুপারিশ, প্রেস-বিজ্ঞপ্তি, সার্কুলার, অর্ডার, লগবই, চুক্তিপত্র,রিপোর্ট, কাগজপত্র, নমুনা, মডেল, ইলেকট্রনিক যন্ত্র যা তথ্য এবং বিশেষ কোন্ আইনে যেসব প্রাইভেট সংস্থার কাজের তথ্য সরকার চাইতে পারেন সেই সব তথ্য। তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত আইন, ২০০৫-এর ৮ এবং ৯ ধারায় যে তথ্যগুলি চাওয়া যাবে না তার বিশদ বর্ণনা আছে।

২। তথ্যের অধিকার বলতে কোন্ কোন্ বিষয় জানার অধিকার ?

উঃ তথ্যের অধিকার মানে হল জনকর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে বা মালিকানায় যে সকল তথ্য আছে, এই আইনের বসে তা জানতে চাওয়ার অধিকার। যার মধ্যে পড়ে -

- নথি, দস্তাবেজ বা চলতি কোন কাজের নিরীক্ষণ বা পর্যবেক্ষণ।
- নথি বা দস্তাবেজ থেকে নোট নেওয়া। সারাংশ লিখে নেওয়া ও প্রত্যয়িত কপি নেওয়া।
- ফ্লপি ডিস্ক, সিডি, টেপ, ভিডিও ক্যাসেট বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক যন্ত্রের দ্বারা যে সব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে সেই তথ্য এবং তার প্রিন্ট সংগ্রহ করা।

৩। কি ধরণের বা কোন্ কোন্ অফিস বা সংস্থার বিষয়ে আমরা জানতে পারি ?

উঃ আমরা যে কোন সরকারী অফিস থেকে অথবা আরও বিপদে বললে সংবিধান কর্তৃক বা সাংবিধানিক কোন ধারা অনুসারে বা লোকসভায় গৃহীত আইন অনুসারে বা রাজ্যে বিধানসভায় গৃহীত আইন অনুসারে বা সংশ্লিষ্ট সরকার দ্বারা নোটিফিকেশন অনুসারে যে কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা স্বশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছে তাদের কাছে থেকে তাঁদের সংস্থার কাজকর্ম আয়ব্যয় ইত্যাদি তথ্য জানতে পারি। এছাড়াও যেসকল সংস্থা সরকারের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আর্থিক অনুদান পান যেমন এন.জি.ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বা কোন সংগঠন ইত্যাদি তাঁদের কাছ থেকেও তাঁদের কাজকর্ম খরচ-খরচা সংক্রান্ত তথ্য জানা যেতে পারে।

৪। এতদিন পর্যন্ত সরকারী অফিস বা সংস্থা থেকে সাধারণ মানুষ মৌলিকভাবে যে সকল তথ্য পেতেন সেই ব্যবস্থা কি বন্ধ হয়ে যাবে ?

উঃ না। এতদিনকার যে ঘরোয়া এবং প্রচলিত ব্যবস্থা ছিল তা বন্ধ করার কথা এই আইনে বলা নেই। যদি কেউ লিখিত তথ্য চান তাহলেই কেবলমাত্র এই আইনের সাহায্য নিয়ে আবেদন করা যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে নথির ওপরে ''তথ্যের অধিকার আইন অনুযায়ী প্রকাশ করা হল'' এই কথাটি লেখা যেতে পারে।

৫। তথ্যের আবেদনের জন্য কোন নির্দিষ্ট আবেদন পত্র বা ফি আছে কি ?

উঃ না। এ জন্য কোন নির্দিষ্ট আবেদনপত্র নেই। আবেদনকারী সাদা কাগজে আবেদন করবেন তবে আবেদন পত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ থাকবে।

১) আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা।

২) যে সংস্থার কাছ থেকে তথ্য চাইছেন, সেই সংস্থার নাম।

৩) কোন তথ্য চাইছেন তা নির্দিষ্ট করে লিখতে হবে।

৪) দশ টাকার কোর্ট ফি সহ আবেদন করেছেন কিনা/(বি.পি.এল পরিবারের ক্ষেত্রে কোন আবেদন ফি নাই কিন্তু এ.পি. এল পরিবারভুক্ত ব্যক্তিকে দশটাকার কোর্ট ফি দিতে হবে)।

৫) বি.পি. এল পরিবারের ক্ষেত্রে যেহেতু কোন আবেদন ফি নাই সেজন্য বি.পি. এল. তালিকাভুক্তির প্রমাণপত্র আবেদনের সঙ্গে জমা করতে হবে।

৬) তথ্য কোন আকারে এবং কিভাবে পেতে চান তা আবেদন পত্রে উল্লেখ থাকবে। বি.পি.এল. পরিবার ব্যতীত অন্যান্যদের ক্ষেত্রে তথ্য সরবরাহের যে মূল্য বর্তমানে ধার্য আছে তা হল -

১) দুই টাকা, প্রতি পাতা (এ-৪ অথবা এ-৩ আকারের কাগজ। তৈরী অথবা অনুলিপি বা প্রতিলিপি বা সকলের জন্য, অথবা

২) প্রকৃত খরচ বা কেনা দাম; অতিরিক্ত বড় আকারের কাগজের অনুলিপির বা প্রতিলিপি জন্য; অথবা

৩) প্রকৃত কেনা দাম নমুনা অথবা নকল বা ছাঁচ এর জন্য; অথবা

৪) পাঁচ টাকা প্রতি পনের মিনিট বা তা ভগ্নাংশ সময়ে নথি বা দলিল পর্যাবেক্ষণের জন্য অথবা

৫) পঞ্চাশ টাকা প্রতি ডিস্কেট অথবা ফ্লপি, ডিস্কেট অথবা ফ্লপিতে তথ্য সরবরাহের জন্য; অথবা

৬) প্রকাশিত (গ্রন্থাদির) প্রকৃত দাম অথবা তাহার অংশবিশেষের আলোকজ অনুকৃতির বা অনুলিপির জন্য দুই টাকা প্রতি পাতা হারে, মুদ্রিত তথ্য সরবরাহের জন্য।

৬। একটি আবেদন পত্রে কতগুলি প্রশ্ন রাখা যেতে পারে ?

উঃ তথ্যের অধিকার আইনে এর কোন উর্দ্ধসীমা নেই। তবে এটাও লক্ষ্য রাখা উচিত যে যিনি তথ্য সরবরাহ করবেন এবং সেখানে তথ্য সরবরাহের জন্য তাঁকে একটি নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া আছে বিষয়টি তাঁর সাধ্যের মধ্যে হওয়া উচিত।

৭। যদি কেউ এমন কোনও প্রশ্ন রাখেন যার একটি অংশ সংস্থাটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কিন্তু অন্য অংশটি ঐ সংস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত নয় সেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ কি করবেন ?

উঃ এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ তাঁর সংস্থার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি বা বিষয়গুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরবরাহ করবেন এবং যেগুলি তাঁর সংস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত নয় সেই অংশটি সম্পর্কিত সংস্থার কাছে পাঠাবেন এবং আবেদনকারীকে বিষয়টি অবহিত করবেন।

৮। আবেদনকারী কোথায় এবং কার কাছে তথ্যের জন্য আবেদন করবেন ?

উঃ প্রতিটি অফিস এবং সংস্থায় একজন আধিকারিক, 'জনতথ্য আধিকারিক' হিসেবে নির্দিষ্ট থাকবেন-তাঁর কাছে জমা দেবেন। তিনি যদি না থাকেন তাহলে ঐ অফিস বা সংস্থার যিনি 'সহকারী জন তথ্য আধিকারিক' থাকবেন তাঁর কাছে জমা দেবেন।

৯। আবেদনকারী কতদিনের মধ্যে তাঁর উত্তর পাবেন ?

উঃ তথ্যের অধিকার আইনে নিম্নলিখিত সময় নির্দিষ্ট করা আছে।

৩০ দিন—যখন আবেদনকারী সরাসরি জন তথ্য আধিকারিকের নিকট পেশ করবেন, তখন তিনি আবেদনকারীকে ৩০ দিনের মধ্যে তথ্য সরবরাহ করবেন আবার তথ্য সরবরাহ করতে অস্বীকার করলে কেন সরবরাহ করা গেল না সেই কারণ সহ ৩০ দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে লিখিতভাবে জানাবেন।

৩৫ দিন—যখন আবেদনকারী সহকারী জন তথ্য আধিকারিকের নিকট আবেদন জমা দেবেন তখন তথ্য সরবরাহের জন্য ৫ দিন অতিরিক্ত সময় দিতে হবে অর্থাৎ আবেদনকারী ৩৫ দিনের মধ্যে তথ্য পাবেন।

৪০ দিন—যখন তৃতীয় কোন পক্ষ যুক্ত থাকবেন তখন তথ্য সরবরাহের জন্য ৪০ দিন সময় থাকবে।

১০। চলতি কোন কাজের তুলনা সংগ্রহের জন্য কি পদ্ধতিতে আবেদন করা যাবে?

উঃ আবেদন পদ্ধতি একই। আবেদনকারী ৩০/৩৫/৪০ দিনের মধ্যে (১০ নং প্রশ্নে যেভাবে বলা আছে) নমুনা সংগ্রহ করবেন। এই নমুনা এক বা একাধিক সাক্ষীর উপস্থিতিতে আবেদনকারী এবং আধিকারিকের স্বাক্ষর এবং শংসাসহ (সার্টিফাই করে) জন তথ্য আধিকারিক আবেদনকারীকে সরবরাহ করবেন। তবে সেক্ষেত্রে নমুনা সরবরাহের ফি, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্যের অধিকার নিয়মবিধি ২০০৬ এবং ৪নং ধারা অনুযায়ী নির্দিষ্ট হবে।

১১। বি.পি.এল পরিবারভুক্ত ব্যক্তির জন্য সকল ক্ষেত্রেই কি ফি মুকুব থাকবে?

উঃ সাধারণভাবে আবেদনপত্রের জন্য প্রযোজ্য ফি এবং তথ্য সরবরাহের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্যের অধিকার নিয়মবিধি ২০০৬ এবং ৪নং ধারায় যে সকল ফি এর উল্লেখ আছে সেগুলি বি.পি.এল পরিবারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

১২। যদি আবেদনকারী তথ্য সরবরাহের জন্য নির্দিষ্ট ফি ৩০ দিনের মধ্যে না জমা দেন তাহলে কি হবে?

উঃ ধরে নেওয়া যাক জন তথ্য আধিকারিক আবেদনপত্র গ্রহণ করার ৫ম দিনে আবেদনকারীকে কত ফি লাগবে তা জানালেন বা জানানোর জন চিঠি দিলেন। এক্ষেত্রে ৩০ দিনের মধ্যে ৫ দিন ব্যয় হল, তাঁর হাতে থাকল ২৫ দিন এবং আবেদনকারী যেদিন ফি জমা দেবেন সেদিন থেকে ২৫ দিনের মধ্যে তথ্য জানাতে হবে।

১৩। কোন অফিস বা সংস্থার ক্ষেত্রে কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে বা কোন একটি বিষয় যখন বিবেচনাধীন তখন সেই ফাইল বা নথি সম্পর্কে কি তথ্য চাওয়া যেতে পারে?

উঃ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হওয়ার আগে বা কোনও বিষয় যখন বিবেচনাধীন তখন ঐ অফিস বা সংস্থা ঐ বিষয় সংক্রান্ত তথ্য জানাবেন না। কিন্তু যদি এমন কোন বিষয় হয় যে সেই ব্যাপারে তথ্য প্রকাশ করলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটার বা পক্ষপাতিত্বের সম্ভাবনা নেই সেক্ষেত্রে জন তথ্য আধিকারিক তথ্য প্রকাশ করতে পারেন।

একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হতে পারে। ধরা যাক কোন একটি কাজের টেণ্ডার বা দরপত্র আহ্বান হয়েছে কিন্তু টেণ্ডার বা দরপত্র গ্রহণ করার ব্যাপারে তখনও কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। এই সময় যদি কোন আবেদনকারী জানতে চান যে কোন কোন দরপত্র প্রদানকারী প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় হয়েছেন বা তাঁরা কি দর দিয়েছেন বা তাঁদের ঠিকানা কি ইত্যাদি তাহলে সেক্ষেত্রে জন তথ্য আধিকারিক তা জানাবেন না। কিন্তু যদি কোন আবেদনকারী জানতে চান যে কয়জন টেণ্ডারে অংশগ্রহণ করেছেন, সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটার সম্ভাবনা থাকে না এবং জন তথ্য আধিকারিক তা আবেদনকারীকে জানাবেন।

১৪। যদি আবেদনকারীকে জন তথ্য আধিকারিক তথ্য জানাতে অস্বীকার করেন তাহলে আবেদনকারী কি করবেন?

উঃ আবেদনকারী তথ্য না পেলে বা আংশিক তথ্য পেলে অথবা ভুল তথ্য পেলে যা অন্য কোন কারণে যদি আবেদনকার ক্ষতিগ্রস্ত বা ক্ষুব্ধ হন তাহলে নির্দিষ্ট 'আপিল কর্তৃপক্ষের' নিকট আপিলের জন্য আবেদন করবেন। এই আপিলকে বলা হয় প্রথম আপিল। এরপরও ঐ অফিস বা সংস্থার 'আপিল কর্তৃপক্ষ' বিচারের পর যে আদেশ দেবেন তাতে যদি আবেদনকারী পরিতৃপ্ত না হন তাহলে তিনি 'রাজ্য তথ্য কমিশনে' আপিলের জন্য আবেদন করবেন। এই আপিলকে বলা হয় দ্বিতীয় আপিল।

১৫। আবেদনকারী কতদিনের মধ্যে আপিল করতে পারবেন?

উঃ যেদিন সিদ্ধান্ত পাওয়া গেল আবেদনকারীকে তার ৩০ দিনের মধ্যে প্রথম আপিল করতে হবে এবং প্রথম বিচারে তিনি যদি পরিতৃপ্ত না হন তাহলে ৯০ দিনের মধ্যে 'রাজ্য তথ্য কমিশনে' দ্বিতীয় আপিল করতে হবে। তবে কোন কারণে দেরী হলে উপরিউক্ত দুই আপিলের ক্ষেত্রেই আপিল কর্তৃপক্ষ যদি মনে করেন যে দেরী হওয়ার জন্য আবেদনকারী যে কারণ দেখিয়েছেন তা যথেষ্ট যুক্তিসংগত তাহলে কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট সময়ের পরেও আপিলের জন্য আবেদন গ্রহণ করতে পারেন।

১৬। অভিযোগকারী আপিলের জন্য কিভাবে আবেদন করবেন?

উঃ প্রথমেই বলা ভাল যে আপিলের জন্য এ.পি.এল বা বি.পি.এল কোন ক্ষেত্রেই কোন আবেদন ফি লাগবে না। তবে আপিলের নিম্নলিখিত তথ্য দিয়ে আবেদন করতে হবে।

১) আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা।
২) যে জন তথ্য আধিকারিক এর বিরুদ্ধে আপিল তাঁর নাম ও ঠিকানা।
৩) যে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হচ্ছে সেই আদেশের বা রায়ের নং, তারিখ এবং বিষয়বস্তু সংক্ষেপে জানাতে হবে, সম্ভব হলে প্রতিলিপি সহ।
৪) প্রকৃত ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু।
৫) আপিলে আবেদনকারী যদি সংশ্লিষ্ট অন্য কোন তথ্য বা নথি দাখিল করতে চান সেগুলি সঙ্গে দিতে হবে।
৬) এ ছাড়া আবেদনকারী যদি সংশ্লিষ্ট অন্য কোন তথ্য বা নথি দাখিল করতে চান সেগুলি সঙ্গে দিতে হবে।

এই বিষয়টি তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫ এর ১৯ নং ধারার (৩) উপধারায় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্যের অধিকারের নিয়মবিধি ২০০৬ এর (৫) নং ধারায় বিস্তৃতভাবে পাওয়া যাবে।

১৭। অভিযোগকারী আপিল কর্তৃপক্ষের ঠিকানা (প্রথম বা দ্বিতীয় আপিলের ক্ষেত্রে) কোথায় পাবেন?

উঃ "জন তথ্য আধিকারিকের" দায়িত্বই হল প্রথম আপিল কর্তৃপক্ষের ঠিকানা আবেদনকারীকে জানানো। এবং এরপর রাজ্য তথ্য কমিশনের ঠিকানা 'প্রথম আপিল কর্তৃপক্ষ' আবেদনকারীকে জানাবেন।

১৮। জন তথ্য আধিকারিক কতদিনের মধ্যে আবেদনকারীকে তথ্য জানাবেন তা আমরা জানি। কিন্তু আপিল কর্তৃপক্ষ কতদিনের মধ্যে তাঁর সিদ্ধান্ত জানাবেন?

উঃ আপিলের ক্ষেত্রে ৩০ দিনের মধ্যে আপিল কর্তৃপক্ষ তাঁর মতামত বা আদেশ আবেদনকারীকে জানাবেন।

১৯। যদি এমন কোন তথ্য জানতে চাওয়া হয় যেটা আবেদনকারীর জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতা সংক্রান্ত তাহলে জন তথ্য আধিকারিক কতদিনের মধ্যে আবেদনকারীকে জানাবেন ?

উঃ এক্ষেত্রে আবেদনপত্র পাওয়ার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে আবেদনকারীকে তথ্য জানাতে হবে।

২০। কোন সংস্থা বা সংগঠন কি সরাসরি তথ্যের জন্য আবেদন করতে পারেন ? আমাদের দেশের নাগরিক নন এমন কেউ কি তথ্যের অধিকার আইনের সাহায্য নিয়ে তথ্যের জন্য আবেদন করতে পারেন ?

উঃ কোন সংস্থা সংগঠন সরাসরি সংস্থা বা সংগঠনের নামে তথ্য চাইতে পারেন না। ঐ সংস্থা সংগঠনের কোন কর্মকর্তা দেশের নাগরিক হিসাবে তাঁর নাম আবেদনকারী হিসাবে আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করে তথ্য চাইতে পারেন। তবে তাঁর সংস্থা বা সংগঠনের ঠিকানা তিনি দিতে পারেন। আমাদের দেশের নাগরিক নন এমন কেউ তথ্যে জন্য আবেদন করতে পারেন না।

২১। তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে জন তথ্য আধিকারিক (SPIO) এবং সহকারী জন তথ্য আধিকারিকের (SAPIO) করণীয় ও দায়বদ্ধতা কতখানি ?

উঃ সহকারী জন তথ্য আধিকারিকের কাজ হল শুধুমাত্র অনধিক পাঁচদিনের মধ্যে তথ্য সরবরাহের জন্য লিখিত আবেদনটি সংশ্লিষ্ট জন তথ্য আধিকারিকের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া। তিনি কোনভাবেই সরাসরি তথ্য সরবরাহের জন্য দায়বদ্ধ নন। জন তথ্য আধিকারিক তাঁর আওতা ও অধিকারভুক্ত তথ্যটুকুই শুধু নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে সরবরাহ করার জন্য দায়বদ্ধ এবং তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে তিনি কেবলমাত্র ইতিপূর্বেই নথিভুক্ত এবং লব্ধ তথ্যই শুধু সরবরাহ করবেন। তথ্য বিষয়ক কোন ব্যাখ্যা বা তথ্য নির্মাণ করার জন্য তিনি কোনভাবেই দায়বদ্ধ নন এবং তা করার সাধারণভাবে নিয়ম বহির্ভূত।

২২। কোন্ কোন্ সংস্থা তথ্য সংক্রান্ত আইন, ২০০৫ এর আওতাভুক্ত নয় ?

উঃ আইনটির দ্বিতীয় তফশীলে উল্লেখিত সংস্থা এই আইনের আওতাভুক্ত নয়। তবে এই তালিকাটি পরিবর্তন ও পরিবর্ধনযোগ্য। রাজ্যগুলিকেও অনুরূপ আওতা বর্হিভূত সংস্থার তালিকা নির্মাণ ও নির্দিষ্ট করাব ক্ষমতা আইনটিতে দেওয়া হয়েছে। যদিও দ্বিতীয় তপশীলে বর্ণিত সংস্থাগুলি সাধারণভাবে আইনটির আওতার বাইরে কিন্তু মানবিক অধিকার ভঙ্গ বা দুর্নীতি সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকলে ওই সংস্থাগুলিও তথ্য সরবরাহের জন্য দায়িত্ববদ্ধ। (সাম্প্রতিক তালিকাভুক্ত করা হল)

২৩। তথ্য সরবরাহের জন্য যাবতীয় দায় ও দায়িত্ব জন তথ্য আধিকারিক এবং সহকারী জন তথ্য আধিকারিকের একার ?

উঃ আইনটিতে জন তথ্য আধিকারিককে বিপুল পরিমাণ দায় ও দায়িত্বের অধিকাংশ এবং সহকারী জন তথ্য আধিকারিককে তাঁর কিয়দংশে অর্পণ করা হয়েছে ঠিকই। কিন্তু আইনটিতে এও বলা হয়েছে যে তথ্য সরবরাহ করার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করার জন্য যদি জন তথ্য আধিকারিক অন্য কোন আধিকারিকের সাহায্য চান সে ক্ষেত্রে সেই আধিকারিক সব রকম সাহায্য প্রদান করার জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন। আইনে এই কথাও বলা আছে যে ওই আধিকারিক-এর অসহযোগীতা বা গাফিলতির জন্য তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে যদি কোন বিঘ্ন হয় তার দায় ওই আধিকারিকের ওপর বর্তাবে এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকেই জন তথ্য আধিকারিক হিসাবে বিবেচনা করা হবে।